কনীনিকা 🍀

- খায়রুজ্জামান খান সানি

ভোর ৫টা। সমুদ্রের ঢেউ ভেসে আসে। কখনো প্রবাল হাওয়া কখনো মন্থর গতিতে হাওয়া বইতে থাকে। সমুদ্র বড্ড প্রিয়। পা বাড়িয়ে ভেজা বালিতে হাঁটতে পছন্দ। ঢেউ চলে গেলে ঝিনুকের দেখা মিলে। আবহাওয়াটা সুন্দর বটে। সঙ্গিনী পাশে থাকলে পৃথিবীটা একান্ত নিজের করে পেতে ইচ্ছে করবে। সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকা পছন্দ। পছন্দটা সমুদ্র ঘিরে। সমুদ্র স্নান। ঢেউয়ের খেলা। সন্ধ্যে আকাশে পাখিদের ঘরে ফেরা, ভোরের সূর্য দেখা।

আনমোনে মেয়েটি হেঁটে চলেছিল। লক্ষ করলাম। কয়েকটা দিন এভাবেই ভোরবেলায় তার দেখা মেলে।

‘’বিষাদ হয়তো ভর করেছে মনে

সুখ পাখি উড়াল দিয়েছে বনে।’’

সুদূর সমুদ্রের দিকে, ভেজা বালিতে দাঁড়িয়ে চুলগুলো তার উড়ছে ঝাউবনের মত করে।

খালি পায়ে জড়িয়ে নূপুর, কালো শাড়ি। দেখতে মন্দ নয়, মন ছুঁয়ে যাবার মত।

একটু পা ফেলে সাহস করে দাঁড়ালাম পাশে। খেয়াল করেনি। আনমোনে তাকিয়ে আছে। কিছুক্ষণ পর,

"সাগরের ঢেউ মন ছুঁয়ে যায়।"

হঠাৎ এসে সব ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

‘সে লক্ষ করলো না।’

একটু সাহস করে জিজ্ঞাস করেই ফেললাম,

"আচ্ছা, আপনি কি অপলক দৃষ্টিতে কারর জন্য অপেক্ষা করছেন ?"

উত্তর দিলো না!

উত্তর না দিয়ে পা ফেলে চলতে শুরু করলো।

"বেখেয়ালি বলা চলে!"

আমিও তাকে দেখছি।

"হাঁটছে !” হাঁটছে !"

‘ভেজা বালিতে কার বা হাঁটতে ভাল না লাগে?’

খোদার দেওয়া রুপ পেয়েছে। হাসির দেখা পেলাম না। চলে গেলো সে। “অপেক্ষা পরের দিন ভোর ৫ টা, আবার আসবে, তাকে দেখবো !”

আমিও একটু ভেজা বালিতে হাঁটছি। সমুদ্র বরাবর এত প্রিয় থাকার কারণ অজানায় রয়ে গেল। তবে ভাল লাগে! "এজন্য বার বার আসি।"

সন্ধ্যা আকাশে টকটকে লাল সূর্য যখন অস্ত যেতে দেখি। ভোর বেলায় সূর্যের হাসি। ঢেউয়ের তলে নিঃশ্বাস। বালিয়াড়িতে দখল নিয়েছে বুনো সাগরলতা। রঙিন মনে দোলা ঠিকই দেয়। দিনশেষে, অলস নৌকা ভাসছে জলে। অজানা, অদ্ভুত এক অনুভূতি কাজ করে মনের মাঝে।

কাঁকড়া, লাল পিঁপড়া দেখি। ভাবছি, “জীবনটা এদের মত হলে এখানেই থেকে যেতাম।” ব্যস্ত নগরীতে কর্মব্যস্ততায় যখন একঘেয়েমি লাগে গুটিকয়েক দিনের জন্য ফিরে আসি সমুদ্রের তীরে। একটা ব্যাপার বুঝেছি, আমার বিষন্নতা, একাকীত্ব দূর করে ঠিক দিতে পারে। এজন্যই বার বার ফিরে আসি। সমুদ্রের ঢেউ পাড়ে যখন আঁছড়ে পড়ে, সব ময়লা-আবর্জনা নদীর গর্ভে নিয়ে বিলীন হয়ে যায়। কূলে ফিরিয়ে দেয় নতুনত্ব।

আমার জীবনটাতে এমনটাই ঘটছে প্রতিনিয়ত।

কর্পোরেট হাসি খুঁজতে ব্যস্ত থাকি, বিষন্নতা বিরাজ করে। ঠিক তখন ছুঁটে আসি নিজেকে খুঁজতে সমুদ্র পাড়ে। "জীবনের সব প্রয়োজন হারিয়ে যায় ঝাউবনের শুনশান নীরবতায়।”

বার বার আসা যাওয়াতে জায়গাটার সাথে যেমন পরিচিত হয়েছে। কিছু কিছু মানুষের সাথেও পরিচয় হয়েছে। সম্পর্ক ভাল। “ভ্রমণের স্থান হিসেবে মানুষদের ব্যবহারও সুন্দর।” আমরা অতিথি আপ্যায়ন করি বাসায় যেমন, ‘ঠিক তেমন।’

তখন ঠিক ৮ টা বাজে। একটু কম বেশি হতে পারে। খেয়াল নেই। চা খাওয়া একটা বদ অভ্যাসে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। পাশে মন্ঠু মামার চায়ের দোকান। কম বেশি আসা যাওয়ার ফলে নামটাও জানা হয়েছে। যদিও বা সাইনবোর্ড টাঙানো ছিল। চায়ের দোকান দেখলে ক্যাম্পাস জীবনে ফিরে যাই। স্মৃতিরোমন্থন করি।

আজ আমরা দূরে দূরে তবুও কিছু স্মৃতি আঁকড়ে ধরে বাঁচি। মামার দোকানে চায়ের স্বাদে ভিন্নতা রয়েছে। মিষ্টতা বেশি। খাঁটি গরুর দুধের সর এর পরিমাণ বেশি।

"অনেকে মালাই চা বলে।"

‘আবার দুধ চা‘ও বলে।’

চায়ের কাপ প্রথমে আমায় অবাক করে ছিল। নতুন জায়গা এলে নতুন কিছু দেখবো প্রত্যাশা রয়ে যায়। ‘তবে অকল্পনীয় কিছু?’ আশা ছিল না ।

নারকেলের খোলস দিয়ে চায়ের কাপ তৈরি। "অবাক করা কাপে মালাই চা।"

বেশ, ‘দারুন !’

বন্ধুদের সাথে আড্ডার কথা মনে করি। মামার সাথে দুয়েকটি আলাপ-আলোচনা করি। চায়ের দামটা বেশি। কারণ, হিসেবে বলতে পারি, ‘প্রথমত চা'টা বেশ!’ দ্বিতীয়ত “ভ্রমণের স্থান !”

"ভালো কিছু পেতে পকেট থেকে কিছু যায়ও বটে!"চা খাওয়া শেষ করে বালিয়াড়ির উপরে নৌকা রাখা ছিল। আমি সেখানে গেলাম। নৌকার উপরে উঠে বসলাম।

বালিয়াড়ির উপরে পড়ে থাকা নৌকায় বসে, সুদূর সমুদ্র পানে চেয়ে আছি। “ঢেউয়ের মত করে মনে দোলা দেয় কত না স্মৃতি !”

‘কিছু হাসি !’

‘কিছু কান্না !’

‘সুখে-দুঃখে পাশে থাকা, মানুষগুলোর কথা।’

এর মধ্যে পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করলাম। একটা সিগারেট মুখে নিলাম। পকেট হাতড়ায়ে দিয়াশলাই পেলাম না।

অজানা একটি মেয়ে সিগারেট ধরিয়ে দিলো। কিছুটা অবাক হলাম !

পরনে জিন্স, টি-শার্ট। গড়নে টি-শার্ট এর উপর থেকে বোঝা যাচ্ছিলো তার সৌন্দর্য। ‘কোমরের ভাঁজও!’যেহেতু সমুদ্রের পাড়ে এসেছে সমুদ্র স্নান সবাই দিতে চায়। চুলগুলো ব্রাউন রঙ করা। ‘মেয়েটি দেখতে সুন্দর।’

‘আমিও তাকে অফার করলাম খেতে।’ প্যাকেট থেকে তাকে একটা সিগারেট দিলাম। অতঃপর পাশে সে বসলো।

নামটা ছিল; "প্রমা।" প্রমা অর্থ ‘স্থির-প্রত্যয়।’ একাকী এসেছে। আমার মত শহরের ব্যস্ততা থেকে কয়েকটা দিন নিজের মত করে নিজেকে খুঁজতে চায়। পরিচয় পর্ব সেরে নিলাম। আমরা গুটিকয়েক কথা বলতে লাগলাম। “স্ট্যাইলিশ মেয়ে।”

“কথা বলেও দারুন !” মেয়েটা আমি যে হোটেলেই উঠেছি সেইটা’তেই উঠেছে। আমার রুম নাম্বার ছিল ৫০৮। প্রমা'র ৫১৩। প্রায় পাশাপাশি উঠেছে।

মন টানে বরাবর বাঙালি মেয়েদের প্রতি।

সালোয়ার কামিজ, থ্রী-পিচ। “শাড়ির কথা না বলি !”

শাড়িতেই বড্ড বানায় তাদের। ‘দুর্বলতাও কাজ করে আমার !’ “প্রচন্ড আকারে।”

প্রমার সাথে কিছুটা সময় কাটালাম। ‘রাতের বেলায় দেখা করতে বলল।’

আমিও বললাম, “আচ্ছা !”

বেলা ১১ টা!

“গরম পড়েছে প্রচুর।”

‘সমুদ্রের পাড়ে বালি যেন গরম হয়ে যাচ্ছে।’

‘ঢেউ এসে একটু স্বস্তিতে পা ফেলার ব্যবস্থা করে দিচ্ছে,’ পাড় দিয়ে।

গলাটা শুকিয়ে আসছিলো। ‘তাপমাত্রা ৩৩° ডিগ্রি সেলসিয়াস।’ আরও যেন বেড়েই যাচ্ছে। কোমল পানীয় হিসেবে সমুদ্র পাশে অনেকেই ‘ডাব’ বিক্রি করে। গরমে ছোট-বড় সবারই দেহের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক তাপমাত্রা বেড়ে যায়। এতে ত্বকে ফুটে ওঠে লালচে কালো ভাব। ডাবের পানি দেহের অভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা কমিয়ে শরীরকে রাখে ঠাণ্ডা। তারুণ্য ধরে রাখতেও এর অবদান অপরিহার্য। ডাবের পানি যেকোনো কোমল পানীয় থেকে অধিক পুষ্টিসমৃদ্ধ। কারণ, ‘এটি সৌন্দর্যচর্চার প্রাকৃতিক মাধ্যম ও চর্বিবিহীন পানীয়।’

‘বেলা ১২ টার দিকে আমি সমুদ্র স্নান দিলাম। ‘অনেকক্ষণ সাঁতার কাটলাম।’ সমুদ্র বড় বড় ঢেউ যেন এক স্থান থেকে মাঝে মাঝে দূরে অন্যস্থানে নিয়ে যাচ্ছে আমায়।

‘আমি রুমে আসলাম।’ দুপুরের খাওয়া দাওয়ার জন্য রেডি হলাম। থ্রী-কোয়ার্টার প্যান্ট। আকাশী রঙয়ের গেঞ্জি। চোখে চশমা। হাতের দুয়েক’টা ব্যাচ পড়তে কখনোই ভোলা হয়না। ঘড়ির পাশাপাশি। রেস্টুরেন্টে গিয়ে একটা প্যাকেজ নিলাম। যেখানে সামুদ্রিক মাছ, ভাত, মাংস সবই ছিল। খাওয়া শেষ করলাম।

‘শেষ করে রুমে এলাম।’

মিউজিক লাগিয়ে শুয়ে পড়লাম।

‘লোকসংগীত গুলো বড্ড বেশি প্রিয়।’ অনেকে আবার "খ্যাত" বলে!

‘টুয়েন্টি ওয়ান সেঞ্চুরিতে এসে এত পুরাতন গান কেউ আবার শোনে নাকি!’ “আনসোশ্যাল পিপুল !”

“আমি শুনি।”

গানের সাথে যে অনুভূতি মিশে থাকে, ‘রক মিউজিক গুলোতে অনুভূতিগুলো হারিয়ে গিয়েছে যেন কোথায়।’বর্তমান গানের কথা, সুর, ‘আমায় টানেনা ।’

হ্যাঁ, ‘একবারে শুনিনা এমন নয়।’ কোনো অনুষ্ঠানে যদি চালানো হয় তখন শোনা হয়।

“ক’ফোটা চোখের জল ফেলেছো যে তুমি

ভালোবাসবে,

পথের কাঁটায় পায়ে রক্ত না ঝরালে

কি করে এখানে তুমি আসবে।”

অবশেষে, “মান্না দে এর গান শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে গেলাম।”

‘ঘুমটা হঠাৎ ভেঙে গেল।’

‘ঘুমের ঘরে সকাল বেলার সেই মেয়েটির কথা মনে পড়ছিল।’

আচ্ছা, ‘ও’ ‘এভাবে কেন দাঁড়িয়ে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকে?’

‘কী ভাবে?’

‘এত দুঃখ কিসের তার?’

‘নাকি আনমোনে কারর ছবি আঁকে?’

এমন হাজারো প্রশ্ন দোল দিচ্ছে মনে, ‘ভেবেই ঘুমটা ভেঙে গেল।’

আর, “আমি বা কেন এত ভাবছি তার কথা?”

উত্তর এখনো জানা নেই। শুধু স্মৃতিরোমন্থন করতে ফিরে আসি সমুদ্র তীরে। আগে কখনো এমনটা হয়নি।ঘুম যেহেতু আর আসছিলো না। কিছুক্ষণ গান শুনছিলাম। (মান্না দে'র)

“রূপের ঐ প্রদীপ জ্বেলে কী হবে তোমার,

কাছে কেউ না এলে আর

মনের ঐ এত মধু কেন জমেছে,

যদি কেউ না থাকে নেবার।”

কত ফুলে ভ্রমর হয়ে বসেছি। মধু সংগ্রহ করেছি।তৃপ্ত হয়েছি কিনা জানিনা। ক্ষনিকের সুখের উল্লাসে মাতোয়ারা হয়েছি। সুখ কতটুকু পেয়েছি অজানায় লিপ্ত রয়েছে।

বিকাল ৪টা।

ফ্রেশ হলাম। সমুদ্র পাড়ে ভেজা বালির উপরে হাঁটবো এজন্য থ্রি-কোয়ার্টার প্যান্ট, কালো টি-শার্ট একটা সানগ্লাস চোখে দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

চুলগুলো একটু সিল্কি আমার। অনেকখানি বড় রাখি। বাতাসে উড়তে থাকে এ পাশ থেকে ওপাশে।

বালিয়াড়িতে ‘হাঁটছি!’ ‘হাঁটছি!’

অনেকদূর এলাম। বালির উপরেই বসে পড়লাম।

বসে ভাবছিলাম,

"হেলায় হেলায় হারিয়েছি

হারাতে হারাতে অনীহা ডেকেছি,

যুদ্ধে আমি নেমেছি

ঢালে ধরেছে জং,

স্বপ্ন আমার জানি হবেনা সাঁকার

তবুও আমি আমাতেই বিভোর হতে চাই,

চাই না এ ধুলোবালি জমা মিথ্যে শহর!"

আজ,

“আমার মত করেই আমি বাঁচি কেউ বারণ করার নেই।

মন খারাপের রাতে কতফুলের সাথে বাস, তবুও কথা বলার কেউ নেই।”

‘সূর্যাস্ত দেখার অপেক্ষা ছিলাম।’সূর্যের লালচে আভা যখন পড়ে সুদূর জলের উপরে। এ যেন অপরূপ সৌন্দর্য্যে আর দেখিনা কোথাও! ‘সন্ধ্যা হলে চায়ে চুমুক দিতে মন চায়।’ সারাদিনের ক্লান্তি দূর করতে।সমুদ্র পাড়ে এসেছি সামুদ্রিক মাছ, কাঁকড়া এগুলো খাওয়া হয় একটু-আঁধটু।

৮টা বাজতে কিছুক্ষণ বাকি। প্রমা'র সাথে দেখা করার কথা ছিল। ভাবছি আজ রাতে তার সাথে কাটিয়ে দিবো। সুঃখ-দুঃখের আলাপ আলোচনা তো সবাই করে। সব ভুলে গিয়ে কিছুটা সময় আমাদের মত করে নাহয় কাটাবো। নতুবা, সমুদ্র পাড়ে ড্রিংকস করবো দু'জনে। ভাবতে ভাবতে হোটেলের কাছে চলে এসেছি।

‘অবাক হওয়া কান্ড রটে গেল।’ গেইটে পা দিতে না দিতে প্রমা'র সাথে দেখা হয়ে গেল।

‘কোথায় যাচ্ছেন?’

আপনাকে খুঁজছি, ‘আপনি?’

‘আমিও আপনার কাছে আসছিলাম।’

-আচ্ছা, ‘চলুন তবে।’

আচ্ছা, “চলুন।”

প্রমা হাসি-খুশি থাকতে পছন্দ করে। চলন-বলনে বোঝা যায়। ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি কখনো দূর হতে দেখিনি। রসিকতা পছন্দ। বড্ড মিশুক প্রকৃতিরও।

দু'জনে হাঁটছি পাশাপাশি। একটু সমুদ্রের জলে পা ভিজিয়ে। শান্ত হয়ে আছে সমুদ্র।

চাঁদ উঠেছে। অমাবস্যার রাত হতে দু'দিন বাকি। পূর্ণাঙ্গভাবে চাঁদ উঠবে, জোৎস্ন্যাময়ী রাত উপভোগ করবো সমুদ্র তীরে। সঙ্গীনী হিসেবে কাউলে পেলে মন্দ নয়।

প্রমা বাবা-মায়ের একমাত্র মেয়ে। কোনোকিছুরই কমতি নেই তাদের। বাবা-মায়ের বড্ড আদরের। যখন যা আবদার করে বাবা-মা না করেন না।

কথা বলতে থাকলাম, হেঁটে! হেঁটে!

‘প্রমা তোমার কি ভাল লাগে?’

-’অপ্রত্যাশিত কিছু।’

যেমন ধরুণ, এখানে এসেছি হঠাৎ। নিজের মত করে আছি। কেউ বাঁধা দিচ্ছেনা । হঠাৎ, আপনার সাথে পরিচয়। মানুষ হিসেবে কেমন আমি জানিনা। তবে, কথা বলে খারাপ লাগছেনা।

‘আপনার কি পছন্দ?’

- ‘একাকীত্ব !’

‘রাতের আকাশ !’

‘নিস্তব্ধতা !’

‘খোলা আকাশের নিচে সমুদ্র পাড়ে বসে থাকা।’

প্রমা বলল, “আপনি একটু চুপচাপ কারণ জানতে পারি?”

- ‘পরিবেশের সাথে স্মৃতি রোমন্থন করি।’

একটু দূরে গিয়ে বসলাম।

প্রমা আমার ডান পাশে বসল। আমাদের মাঝে কিছুটা দূরত্ব রয়েছে। তবে শরীরের উত্তাপ , উষ্ণতা অনুভব করা যায়।

‘প্রমা প্রশ্ন করছে একের পর এক !’

-আচ্ছা, ‘আপনি ভালবাসেন?’

হ্যাঁ, বাসি,

-ওহ্! ‘কাকে?’

‘নিজেকে।’

- ‘স্বার্থপর?’

“আমরা সকলেই নিজ স্বার্থ খুঁজি। সন্ধ্যে নেমে এলে নীড়ে যখন ফিরব, পাশে যখন দেখবো কেউ নেই। তখন আমি খুব একাকী অনুভব করবো। মন খারাপ করবে। কাউকে বলার নেই। কারর অপেক্ষা নেই। এরচেয়ে বরং নিজেকে ভালবাসি।”

- ‘আমার কাছে কি স্বার্থ খুঁজেন ?’

‘উমমম !’

- ‘বলুন?’

আচ্ছা, ‘বাদ দেই?’ পরে বলি?

- আচ্ছা।

‘পকেট থেকে একটা সিগারেট বের করলাম ।’সিগারেট ধরালাম। অর্ধেক হতে না হতে প্রমা নিয়ে নিল।ফোনটা বের করে গান ছাড়লাম।

“যে জন ভালবাসে সেতো কাছে ডাকবে”

- ‘পুরাতন গান শোনেন বুঝি ?’

হ্যাঁ, “শুনি ।”

- ‘আমার ভাল লাগেনা ।’

হঠাৎ, কল আসলো। কাউকে না জানিয়ে চলে আসছি। পরিবার থেকে চিন্তা করছে ঠিক।আমি ফোন ধরলাম না।

“বার বার কল আসাতে প্রমা আমার হাত থেকে ফোনটা টান দিলো।”

প্রমা'কে বলতে লাগলাম, “ফোনটা দাও !”

এক পর্যায়ে ফোন নিতে গিয়ে তার উপরে ঝুঁকে পড়লাম।’ সে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। আমিও তার চোখের দিকে তাকিয়ে আছি।

আবার ফোনটা বেজে ওঠায়, তখন চোখাচোখির মত করে এদিক-সেদিক তাকিয়ে সরে এলাম।

প্রমা ফোনটা দিয়ে দিল। ফ্লাইট মুড অন করে গান শুনতে লাগলাম। দু'জন পাশাপাশি বসে।

কিশোর কুমারের,

“সে যেন আমার পাশে আজও বসে আছে”

প্রমা মুচকি হেসে বলল, “আমিতো পাশেই বসে আছি ।” বলে উঠলাম;

“রাতের সুখ পাখি হয়ে এসো সখী নিরবে;

কত কদর করবো! অজানায় রবে সবই !”

প্রমা আমার চোখে চোখ রেখে তাকিয়ে আছে। আমিও চোখ তার চোখেই তালাবদ্ধ করেছি।‘বাম হাতটা আলতো করে প্রমার মুখটাতে স্পর্শ করালাম ।’ প্রথম নিয়েছিলাম চুম্বনের স্বাদ। চুম্বনের গভীরতা ছিল। তপ্ত নিঃশ্বাস আঁছড়ে পড়ছিল। কিছুক্ষণ পরে এক অপরের ঠোঁট ছেঁড়েছি। ছেঁড়ে দিয়ে পাশাপাশি কিছুক্ষণ বসেছিলাম।

‘সবে রাত হল ।’ ডিনার শেষ করলাম দু'জন একসাথেই।

“মেঘ করেছে আকাশে। কালো মেঘে ছেয়ে গিয়েছে। রুমে ফিরতে চাই। কল্পনাগুলা যে রঙিন হতে চাচ্ছে দু'জনের বুঝতে বাকি নেই। আমরা রুমে চলে এলাম।”

ততক্ষণে, “চায়ের কাপ থেকে যেমন গরম উষ্ণতা উড়তে থাকে বোধহয় আমাদেরও কিছুটা এমন হচ্ছে।

রাত ১১ টা,

“আজ রাতটা তোমায় সঁপেছি

সঁপেছি তপ্ত নিঃশ্বাস,

আলতো আলতো করে ছুঁতে চাই

বিভিন্ন ভঙ্গিতে তোমার সৌন্দর্য ভক্ষণ করতে চাই!

জানি, কোনো বাঁধা আমাদের নেই,

দৃড় শক্ত হয়েছে শরীরটা।

তোমার আলিঙ্গনে কোমলতা,

ঘন ঘন নিঃশ্বাসে আমিত্বকে ভুলে তোমাতেই আজ হব বিলীন।”

বিরিয়ানি যতটা প্রিয় মানুষের কাছে, কব্জি ডুবিয়ে খাওয়ার পরেও যেমন মনের তৃপ্তি অপূর্ণ রয়ে যায়। প্রমা'কে আজ সেভাবে পেতে চলেছি। কারণটা জানি না। ‘সব সীমা পেরিয়ে সুন্দর একটা ভোরের সূর্যের অপেক্ষায় আছি।’

জানিনা, ‘এভাবে কত রজনী কাঁটবে !’ কত কাল কেঁটে যাবে!

তবুও, ‘আমার একটা গতি হোক দিনশেষে সবাই চায়।’

‘আমি চাইনা এমনটা নয় !’

‘জীবনের সব চাওয়া-পাওয়া ভুলে গিয়ে প্রমা'র সাথে মূহুর্তটাকে কিঞ্চিৎ নষ্ট হতে দেইনি।’ প্রথমে মেঘের গর্জনে জড়িয়েছিল। ধীরে ধীরে ছেঁড়েছি পরনের সব কাপড়-চোপড়।

ভোরবেলার ঘুম একটু তাড়াতাড়ি ভেঙে গেল।

উঠে দেখি প্রমা নেই।

একটা টিস্যু পেপারে কিছু কথা লেখা ছিল,

“সম্পর্কের বাহিরে সব বাঁধা আমরা ভেঙেছি, ভালো সময় কাটাতে চেয়েছি,

সঙ্গী হিসেবে তোমায় পেয়ে সঁপেছি নিজেকে, উজাড় করে ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হয়ে তৃপ্ত করেছি নিজেকে।”

‘একটু অবাক হয়েও হলাম না।’ ফ্রেশ হয়ে নিলাম। ব্রেকফাস্ট এর জন্য রেডি হব।

‘কাল সকালের মেয়েটির কথা একদম মাথা থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল।’ তবে আরেকটা দিন অপেক্ষা করতে হবে। কালো বরাবর বড্ড প্রিয়, কালো রঙমাখা টি-শার্ট এঁটে বেরিয়ে পড়লাম।

“যদি পাই তোমার দেখা,

পাহাড় ঘুরে, সমুদ্র পেরিয়ে,

তবু যেন পাই!

কেন, ব্যাকুল মনটা!

শুধুই কি?

একবার দেখিবার ইচ্ছা !”

রেস্টুরেন্ট থেকে সমুদ্র দেখা যায় এমন পাশে গিয়ে বসলাম, ব্রেকফাস্ট করার জন্য। সকালের আবহাওয়া যেন নতুনত্ব ফিরিয়ে দেয় পরিবেশটাকে। রাতের আঁধার কেঁড়ে নিয়ে আলোকিত করে তোলে চারপাশ। আলোকিত করে অনেকের জীবনটাকে। সকালের সূর্য দেখার আনন্দ অব্যক্তরূপে অস্তিত্বশীল। অনুভব করা যায়। স্যান্ডউইচের সাথে ম্যাংগো জুস নিলাম।

‘দারুণ হাওয়া বইছে !’

‘সামনে টেবিলে তাকিয়ে দেখি সেই মেয়েটি।’

‘একটু অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম।’

‘খুব যেন চেনা চেনা লাগে !’

‘খোলা চুল’

‘গোল চশমা’

ম্যাংগো জুস নিয়েছে। জুস খাচ্ছে। সাথে ফোন টিপছে। কেউ আসবে বোধহয়। আবার না’ও। একটু দেখতে লাগলাম। এমন অনুভূতি হয়নি কখনো! যা বলে ব্যক্ত করার মত নয়। বুকের বা পাশের স্পন্দন ক্রমবর্ধমান।

ম্যাসেজিং করছে। একটু লাজুক হাসিও দিয়েছে।

‘এত সুন্দর মৃদু হাসি!’

লজ্জাবতী গাছের মত নুইয়ে পড়ে। বেখেয়ালি হয়ে গিয়েছি আমি। পেটকে সান্ত্বনা দিতে এসেছিলাম। খাওয়ার কথা ভুলেই গিয়েছি। ‘এতক্ষণে হুশ উড়লো।’ খাওয়া শেষ করলাম। বিল নিতে আসলো ওয়েটার !

‘তাকে জিজ্ঞাসা করছিলাম মেয়েটার সম্পর্কে।’

মেয়েটা নাকি প্রতিদিন আসতেছে কয়েকদিন ধরে ।

‘একটা চিরকুটে লিখে ওয়েটার’কে দিলাম, তাকে দিতে।’

টিপসও, দিয়েছি!

খুশি মনে দিয়ে দিল। আমার কথা বলতে না করেছিলাম।

‘আমি একটু লুকিয়ে দেখছিলাম সে কি করে।’

‘দূর থেকে শোনা যাবেনা।’

‘দেখলাম চিরকুট খুললো।’ আশেপাশে তাকাচ্ছে।

‘একটা হাসি দিয়ে ডাস্টবিনে ফেলে দিলো চিরকুট।’

‘যা করুক আমার চাওয়াটা পূর্ণ হয়েছে।’

জানি, ‘চিরকুট খুলে এদিক ওদিক তাকাবেন, আমাকে খুঁজবেন!

আমি দেখা দিবো !

লুকোচুরি হোক না, আশেপাশেই আছি

সাগরের ঢেঁউয়ের মত করে আঁছড়ে পড়ব,

অন্যমনস্ক থাকাটা আমিই নাহয় দূর করবো।

তবে, ‘হাসিটা সুন্দর !’

কিন্তু, ‘মন চুরি করার অধিকার এখনো দেইনি।’

‘বিরক্ত হচ্ছেন?’

‘একটু হাসি মাখা মুখ রাখেন।’

দেখতে সুন্দর লাগে।

“বড্ড লাজুক!”

আমি রুমের দিকে চলে আসলাম। ক্লান্তি লাগছে। আকাশে মেঘ করেছে। বৃষ্টি নামলে ভিজবো। বৃষ্টির দিনে প্রিয় মানুষদের নাকি কদম ফুল পছন্দ।

জানি না,

‘কখনো দেইনি কাউকে।’

‘এতটা রোমান্টিক মনে হয় আমি নই !’

‘তবে মাঝে মাঝে আবার রোমান্টিক হতে ইচ্ছে করে।’ বৃষ্টিস্নাত দিনে একগুচ্ছ কদম হাতে নিয়ে প্রেমিকার বাড়ি কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবো। ‘জানালা দিয়ে আমায় দেখবে।’ চুপটি করে বেলকুনিতে এসে দাঁড়াবে। ‘সে যতটা খুশি হবে তার থেকে অনেকগুন বেশি খুশি আমি হবো তার হাসি দেখে।’

হঠাৎ, ‘করে রোমান্টিকতা হারিয়ে যায়।’ ‘এখন আর সে বয়স কি আছে আর?’

স্কুল, কলেজে পড়ুয়া ছেলেমেয়েদের দেখি আশপাশে। সময়ের সাথে আবেগগুলো কেটে যায়। ‘ভালবাসাতো বৃদ্ধ বয়সে হয়।’ কোনো চাওয়া-পাওয়া থাকেনা তখন। শুধুই ভালবাসা হয়। দিনশেষে, আমিও চাই ঘরে ফিরতে। ঘরে ফিরে দেখবো প্রেয়সী আমার অপেক্ষায় বসে আছে। আমি কখন আসবো। দু'জন খুনসুটি আলাপ করবো।একসাথে রাতের খাবার খাবো।মান অভিমান ভাঙানোর চেষ্টা অব্যাহত থাকবে। এসবই নিছক কল্পনা মাত্র।

গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি পড়ছে। যেন তাড়া নেই। নীরবে ঝরছে।

একটু জোরালো হোক!ভিজবো!

জানালার পাশে বসে বৃষ্টি দেখি।মেঘমাখা আকাশ দেখি। কবিতা লেখার শখ আগে থেকেই।

ভাল লিখি কী না? " জানিনা!" মনের খোরক মেটানো।

ডায়েরি টা নেই। কত শব্দের হানা দিচ্ছে। কলম হাতে নিয়ে দুষ্ট মিষ্টি মনের ভাব প্রকাশ করতে পারি গুছিয়ে।

“বৃষ্টিস্নাত দিনে,

কালমেঘে ছেঁয়েছে আকাশ,

অঝরে নেমেছে বৃষ্টি

প্রেমিকের হাতটা ছুঁয়ে,

হেঁটে চলেছে প্রেমিকা।

শীতল হাওয়া বইছে, গায়ের উষ্ণতা বাড়ছে

পিচঢালা কংক্রিটের বুকে,

লেপ্টে ছিল ধূলিকণা

বৃষ্টি ধুঁয়েমুছে নিলো, দিলো এক নতুনত্ব,

পরিবেশ ফিরে পেল সতেজতা,

প্রেমিক-প্রেমিকার চুম্বনে মিষ্টতা।”

হাওয়া বইছে। বেলকুনিতে গেলাম। বৃষ্টি জোরালো হচ্ছে। দাঁড়িয়ে দেখি মেয়েটিও ভিজছে। নীরবে। মুখ উপরের দিক করে ভিজছে। চোখটা বন্ধ। আমিও বেরিয়ে পড়লাম ভিজতে।

ধীরে ধীরে তার থেকে একটু দূরে দাঁড়ালাম। হৃদস্পন্দন বাড়ছে। আগে কখনোই হয়নি এমন।

‘সাহস করে ডাক দিলাম।’

‘হয়তো শুনেছে। হয়তো শুনেনি!’

সাড়া পেলাম না। মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে। ‘এমন কি দুঃখের সাগরে ভাসছে?’ জানতে ইচ্ছে হচ্ছে। একটা মানুষকে ডাকার পরও সাড়া পাচ্ছিনা। ‘আর ডাকা কি ঠিক হবে?’

‘নাহ্!’

‘শুনতে হবে !’ ‘কথা বলতে হবে !’

‘আরেকটু কাছে গেলাম।’ ডাক দিলাম। দুই-তিনটে ডাক দেওয়ার পরে ফিরেছে। “প্রথম শুনলাম তার কন্ঠ।”

জি, "আমাকে বলছেন?"

হ্যাঁ, ‘আপনাকে।’

হ্যাঁ, ‘বলুন।’

“কখনো সুদূর সাগর পানে, কখনো সুদূর আকাশ পানে, উদাস মনে কী ভাবছেন এত?”

‘মন খারাপের কারণ যায় কি বলা?’

‘সে আমার দিকে তাকিয়ে রইল।’

তিনি বললেন, ‘আপনি কখনো দেখেছেন আমায়?’

বললাম, ‘গতকাল ভোরবেলায় উদাস মনে দাঁড়িয়ে ছিলেন, এখন মুক্ত আকাশের দিকে তাকিয়ে বৃষ্টিতে ভিজছেন।’ এর আগেও দু'দিন দেখেছি। এমন চুপচাপ, নিরব থাকতে।

তিনি বললেন, “বাহ্যিক আচরণ দেখে বিচার করা ঠিক নয় । মন খারাপের কারণ যদিও থাকে আপনাকে জানানোর মত আপনিও কেউ নন।”

বাহ্, ভাল গুছিয়ে কথা বলেন দেখি । তারিফ করায় আমি আবার কার্পণ্যতা দেখাইনা।

তিনি চলে গেলেন। কোনো উত্তর দিলেন না।

"আমাদের কি আবার কখনো দেখা হবে?"

আমি বললাম,

"মেঘে ঢেকে গিয়েছে চারপাশ,

ঝিঝিপোকার ডাক

সকাল হলে পাখির কলরব,

সন্ধ্যা আকাশে সুখ তারা

পাখির নীড়ে ফেরা,

আমাদের কি দেখা হবে?"

তিনি একটু থমকে দাড়ানোর মত করে দাঁড়িয়ে গেলেন। আমার দিকে এবার অবাক চোখে তাকালেন। বললেন,

"চাইনা হোক দেখা, হোক কথা,

তবুও যদি হয়ে যায়, ভেবে নিবো নিছক কল্পনা সই !

আর না দাঁড়িয়ে চলে গেলেন। আমি আটাকালাম নাহ্।

‘একটু ভিজছি !’ ‘সাগরের পাড়ে হাটু জলে নেমে হাটছি।’ কিছু একটা চিন্তা করছি।

তবে, ‘কী?’

‘জানিনাহ্!’

‘’কখনো কখনো মানুষ কারণ ছাড়াই ভাবতে শুরু করে।’’

‘’সাগর পানে চেয়ে হেয়ালে খেয়ালে ভাবছি শৈশবের কথা।’’ বৃষ্টি বাদল দিনে আকাশে কালো মেঘ করতো যখন, উঠানে ছুটাছুটি করতাম। বৃষ্টিতে গোসল করতাম।

বৃষ্টি শেষে কাঁদা মাটিতে আঁছাড় খেতাম!

‘’মায়ের বকুনি অবশ্য কম খাইনি!’’

জীবনে চাইলেও ফিরে পাওয়া যায় না সবকিছু। শৈশব তার ভেতর অন্যতম। অধিকাংশ মানুষ তার শৈশবের দিন ফিরে পেতে চায়। শৈশবের স্মৃতি রোমন্থন করে। আশপাশ দিয়ে চলাফেরা করার সময় ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের কর্মকাণ্ড দেখলে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পছন্দ করে।

"কর্পোরেট অহংকার থাকে যার" সেও একবার গাড়ি থেকে নেমে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। আফসোস করে!

‘ঝড়ের দিনে আম কুড়ানো, কখনো বা ঢিল মেরে গাছ থেকে আম পাড়া এগুলা মধুর স্মৃতির পাতায় বড্ড অংশ নিয়ে জুড়ে থাকে। গায়ের ছেলে-মেয়ে একসাথে কাঁদা জলে ফুটবল খেলা।

‘বড্ড ভাবায়!’ ‘একাকী যখন থাকা হয়।’

‘আহা!’ কী মধুর স্মৃতি!

এখনো মনে পড়ে, ‘’হেমন্তে ধান ঘরে তোলার সময় মাঝে মাঝে কালো মেঘে আকাশ ছেঁয়ে যেত। সবাই উঠান থেকে ধান ঘরে তুলতে ছোটাছুটি করতো।’’

ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের মুখে শোনা যেত,

"আয় বৃষ্টি ঝেপে,

ধান দেবো মেপে

লেবুর পাতায় গরম চা

যা বৃষ্টি উড়ে যা!"

অনেকক্ষণ ভিজছি। আর ভেজা বোধহয় ঠিক হবেনা। ঠান্ডা লেগে যেতে পারে। সমুদ্রের পাড়ে ঘুরতে আসা তখন মাটি হয়ে যাবে সবটাই।

দেখা শোনা করার লোকও নেই। চলে আসলাম রুমে। ভেজা কাপড় ছেঁড়ে শুকনা কাপড় পরিধান করলাম। বিকেলে একবার হাটতে বের হবো। বৃষ্টি না থাকলে। অনেকের সাথে আসলে এক ধরণের মজা পাওয়া যায় । একা ঘুরতে আসলে সেই মজাটা পাওয়া যায় না। তবে, আমার মনটা সায় দেয় না। ‘একাই ভাল লাগে।’

‘’শ্রদ্ধেয় কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদ স্যারের লেখা গান ছেড়ে দিয়ে গুন গুন করে আমিও কন্ঠ মিলিয়ে চলেছি।’’

"যদি মন কাঁদে

তুমি চলে এসো, চলে এসো

এক বরষায়!"

‘’বৃষ্টি শেষে সজীবতা। প্রেমিকার কন্ঠে প্রথমবার ভালবাসি শোনা।একটা চোখ জুড়িয়ে দেয় আরেকটি মন জুড়িয়ে দেয়।’’

প্রেমে বহুবার পড়েছি । সৌন্দর্যের প্রেমে বরং বার বার পড়েছি। মন খুজেছি মনের মত। পাইনি বলব না। ক্যাম্পাস জীবনে পেয়েছিলাম। আমার বড় ছিল। এখনো মনে পড়ে তার কথা। নামটা ঠিক মনে আসছেনা । প্রথম যখন দেখেছিলাম আমি তখন প্রথম বর্ষের ছাত্র । জেলাকল্যাণের মিটিং ছিল আমাদের । পাশাপাশি নতুন এক বন্ধু ওদেরও মিটিং ছিল। তবে জানতাম না। মিটিং শেষে হাঁটছিলাম ক্যাম্পাসের ভেতর দিয়ে।

‘মেয়েদের হল গুলো সামনে কে না যায়?’

‘আমিও যেতাম।’

প্রথম তাকে দেখা । চুপচাপ স্বভাবের । কোথায় যেন হারিয়ে থাকে । বন্ধুর থেকে তার ফেইসবুক আইডিটা নিয়েছিলাম । পরের দিন ভোরবেলায় বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিচ্ছিলাম তখন তাকে দেখি।

"বিষন্ন বিকেলে আমায় মনে পড়ে কী?"

জানি, ‘সে বলবে, না।’

তবুও যে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। আমি বোধহয় একেবারেই স্বাচ্ছন্দ্য দিনযাপনের জন্য সংগ্রাম করতে শুরু করেছি। তাকে দেখার জন্য বহুবার হল এর সামনে গিয়েছি। একুশে বইমেলা শাড়িতে দেখা। একটি বই হাতে নিয়ে পড়ছিল। বই পড়া না। ছবি তুলছিল। পরে জানতে পারি পরনের শাড়িটি ছিল তার মায়ের শাড়ি। বড্ড মানিয়েছিল। কালো টিপ তার পছন্দ। মন খারাপের কারণের বহিঃপ্রকাশ বলা যায়। নামটা ছিল!

উমমম,

মনে পড়েছে, "নীলা!"

বড্ড পরিচিত ব্যান্ড মাইলসের একটা গান তখন প্রায় গাইতাম।

"নীলা, তুমি কি জানো না আমার হৃদয়ের ঠিকানা?

যেখানে তোমার আমার প্রেম মিলে মিশে এক হয়।"

সাহস করে ফেসবুকে রিকুয়েষ্ট পর্যন্ত তখন দেওয়া হয়নি। ইমিডিয়েট সিনিয়রদের কথা শুনেই ভয় পেতাম আর 'নীলা' আরও বড়। তৃতীয় বর্ষে।

এখন মনে পড়ে না। বোধহয় ভাল লাগা ছিল। ভালবাসায় রুপান্তর হয়নি। ভাল লাগতে পারে যে কাউকে। সময়ের সাথে পরিবর্তন হয়ে যায়। তার খেয়ালে ভেসে সাজিয়েছিলাম কিছু কথা, কিছু মানুষের হৃদয় ছুঁয়েছিল ! এখনো আগলে রেখেছি।

প্রিয় ক্রাশ,

“হয়তো বুঝিনা আমি, মন কেন মানছে না, তবুও সান্ত্বনা দেওয়ার ভাষা হারিয়ে ফেলেছি যখন এসেছিলে গোধূলির কোনো এক বিকেলে আমার দু'নয়নে।”

কি করে বোঝাই, ক্রাশ নামের শব্দটা বড্ড অসহায় হয়েছে আমার মনে যখন তুমি বেধেছো।।

প্রথম বিকেল কি করে ভুলি, তাইতো গানের মত করে বলতে চাই,

"রোজ বিকালে আতর ঢেলে তোকে সাজাবোই

মেলায় যাবো রিক্সায় চড়ে বসবি পাশে তুই!"

তোমায় নিয়ে ভেবে কিভাবে কেঁটেছে আমার দীর্ঘশ্বাস'ময় রাত। আমার প্রতিটা শিরা বড্ড ভাল বুঝে তোমার অবুঝ মনটা থেকে। কখনো ভাবিনি, সকাল হতেই তুমি সেই পথে। দেখে হয়তো খারাপ লেগেছিল, মনে হল:-

‘'তোমার মনে কেউ বেঁধেছে বাসা;

ঝড় হাওয়া সুখের নীড়ে করেছে হাওয়া ।"

কিন্তু, তুমি যেভাবে চোখের অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলে আমার দিকে, বোধহয় এ পৃথিবীতে আমার থেকে সুখী কেউ ছিল না!

"তবুও অপেক্ষা করে যাই,

তোমায় দেখার আশায়।

মন যে বেধেছে ঘর তোমার মনে

আজ নয়তো কাল সখী তুমি এসো আমার সনে !"

ক্যাম্পাস জীবনে সবার একটা ছোপ থেকে যায়। স্মৃতির পাতায় বাকি জীবনে ঘটে যাওয়া স্মৃতির থেকে ক্যাম্পাসের স্মৃতি তাদের ভাবায়। প্রেমে পড়তে এখন চাই। সাহস করে বলতে পারব। মনে হচ্ছে। টাকা থাকলে যে কোনো বাবা-মা মেয়ে দিতে রাজি হয়ে যায়। সমাজের প্রচলিত মতবিশ্বাসে আমি কিছুটা বিশ্বাস করি। ‘তবে মনের মিলনেই মন মিলাতে চাই।’

ছোট্ট একটা নীড়ে দিনশেষে ফিরবো ডাল ভাত নিয়ে। বাড়িটা করবো গোলপাতা দিয়ে। দূর-দুরান্তে জনমানবহীন নির্জন জায়গায়। নদী বয়ে যাবে। কিছু দূরে ঘর। নদীর পাশে একটা বিরাট কৃষ্ণচূড়া গাছ। খোলা মাঠ। কাশবন। শরতে তুমি আকাশী-নীল রঙা শাড়ি পড়বে। শাড়ির ভাঁজে কোমর দেখা যাবে। একগুচ্ছ লাল চুড়ি। খোপায় বুনোফুল। একটি দুটি প্রজাতির পিছে ছুঁটবে। শত শত প্রজাতির আনাগোনা দেখা দিবে। আমি তোমার পিঁছু ছুঁটবো। প্রজাপতির নাম করে তোমায় আঁকড়ে ধরবো।

বর্ষায় দু'জন মিলে ভিজবো। নদীতে নৌকা ভ্রমণে যাব। কয়েকটা গ্রাম পেরিয়ে তোমার জন্য একগুচ্ছ কদমফুল নিয়ে আসবো। বসন্তে কৃষ্ণচূড়া গাছের নিচে বসে নদীর পাণে চেয়ে রব। কৃষ্ণচূড়া এনে তোমার খোপায় দিবো। কালো শাড়িতে, খোপায় কৃষ্ণচূড়া ফুলে মাতোয়ারা হবো। বসন্তে কোকিলের ডাক। কোকিল ডাকলে বাড়িতে অতিথি আসে। আমাদের ঘরে তোমার আমার ভালবাসার ফল হয়ে অতিথি আসবে। ছেলে হলে নাম রাখবো " শান।" মেয়ে হলে "রোদেলা।" নাম দুইটা পছন্দের।

দিনশেষে, রাতের আঁধারে জোনাকির আলোয় আলোকিত করবো আমাদের ছোট্ট জীবন।

‘’তুমি অচেনার ভীড়ে

আকাশ পানে, সমুদ্র পানে

জোৎস্ন্যার আলোয়, চন্দ্রবিলাসে ;

ভোরের আলোয়, শিশির ভেজা সকালে

শিউলি, কাঠগোলাপ, মাধবীলতা ফুলের সুভাসে :

কদমফুলের অপেক্ষায় নিস্তব্ধ রজনীতে;

জানালার ফাঁকে তাকিয়ে থাকবে অপলক দৃষ্টিতে ;

আমি নদীর কিঁনারা থেকে দেখেছি

বারংবার দেখেছি,

আমি আসবো, একগুচ্ছ কদম হাতে ৷

তোমায় সঁপে হাটব দূর-দুরান্তে, ভালবাসার চাঁদরে মুড়িয়ে !’’

এমন হাজার স্বপ্ন দোল খায় । নিমিশে হারিয়ে যায়।

মেয়েটির কথা ভাবাচ্ছে। মন্দ নয়। তবে অজানা এখনো। জানতে চাই। বিকেলটাতে একবার হাটতে যাব। একাকীত্বের মাঝে নিজেকে খুঁজে পাওয়া যায়। আমি খু্ঁজবো।

এর মধ্যে কেউ একজন দরজা ঠকঠক করছে।

দরজা খুলে দেখি কেউ নেই। এদিক সেদিক তাকালাম। কাউকে পেলাম না। নিচে একটা চিঠি পড়ে আছে।

খামটা সুন্দর। বোধহয় কোনো মেয়ে পাঠিয়েছে। ছেলেদের পছন্দ এত সুন্দর স্বাভাবিক ভাবে হয়না। তার উপর এখানে সবাই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। কার মনে কাকে ধরবে। কার জন্য উপহার কিনবে। নিতান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার।

খামটা খুললাম। লেখা ছিল; সকালের চিরকুট এর রিপ্লাই।

হাসিমাখা মুখ সবাই দেখতে চায়! ‘হাসির কারণ কে হতে চায়?’

চিঠি সেই ওয়েটারকে দিয়ে পাঠিয়েছি। আপনিতো ভীতু আঁড়াল থেকে দিয়েছেন। আমি তাকে বলে ছিলাম চিঠিটা দরজার কাছে রেখে চলে আসতে।

দ্রুত আবার বাইরে গেলাম। ওয়েটারকে খুঁজতে। পেলাম না। শার্ট, থ্রী-কোয়ার্টার প্যান্ট পরে বেরিয়ে পড়লাম ওয়েটারকে খুঁজতে। রেস্টুরেন্টে গিয়ে ওয়েটারের দেখা মিললো। জিজ্ঞাসা করলাম, "চিঠি দিয়েছে যে সে কোথায়?"

ওয়েটার বললো, 'স্যার' বলা নিষেধ!

আমি জোর করলাম নাহ্,

ও শুধু ওর কাজটাই করেছে। যা করতে বলা হয়েছে। সামান্য পারিশ্রমিক আর টিপস এর জন্য।

আমিও নাছোড়বান্দা। আরেকটা চিরকুট লিখে ওয়েটারকে দিয়ে দিলাম। মেয়েটিকে দিয়ে দেওয়ার জন্য। আমার কথা মত চিরকুটটা রেখে দিলো নিজের কাছে।

চিরকুটটাতে যা লিখেছিলাম সেইসব কাজ করতে হবে এখন।

বিকেল ৫ টায় সূর্য ঢলে যাবে যখন পশ্চিমাকাশে।

অপেক্ষার প্রহর গুনবো। জানি, "আসবেন।"

বালিয়াড়ির উপর লাল পিঁপড়াদের আনাগোনা দেখবো। আপনিও তাদের মত চুপিচুপি করে হেটে আসবেন।প্রথম যেদিন দেখেছিলাম কালো শাড়িতে আজও মন চাচ্ছে কালো শাড়িতে আপনাকে দেখবো। জোর করছিনা, তবে পরবেন। আশা রাখি। একটা ছোট্ট কালো টিপ দিবেন। খোপা বেধে আসবেন। আমি একগুচ্ছ কাঠগোলাপ নিয়ে অপেক্ষা করবো। একগুচ্ছ লাল চুড়ি পরতে ভুলবেন না।

আপনাকে দারুণ লাগবে!

একটু মুগ্ধ হতে চাই!

অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে চাই!

ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি দেখে কাটিয়ে দিবো শতাব্দী। এ জনমে ফুরাতে চাইনা প্রেম। পরজনমে বাকি টুকু চুকিয়ে দিবো।

"অপেক্ষার বাঁধ ভেঙে আসতে হবেনা

অনীহা চলে আসবে।"

রুমে শুয়ে ভাবছি-

কী শার্ট পরা যায়? নাকি আমার পছন্দ মত টি-শার্ট পরে চলে যাব।

তবে আমাকে শার্টে দারুণ মানায়! শুনেছি লোকে বলে। লোকে বলে বললে ভুল হবে, একজন বলেছিল এমনভাবে মন ছুঁয়ে গিয়েছিল। অবশ্য তার দেখা আর পাইনি।

আমি ভাবছি, কিছু প্রশ্ন নিজের মধ্যে গেঁথে নিয়েছি। নিজের মাঝেই কৌতূহল জাগ্রত হচ্ছিলো, কখন ৫ টা বাজবে।

আপনি যখন খুব করে কিছু চাইবেন সময় যেন পার হতেই চায় না। আর সময়টা যখন চলে আসে এক পলকে যেন চলে যায়। হাজারো চেষ্টা আঁটকে রাখা যায় না।

তবে, অপেক্ষার একটা ভাল দিক আছে, - মনের কথাগুলো বলার আগে তার উত্তর কি আসবে? শোনার একটা আগ্রহ থেকে যায়।

অনেকে সেই আগ্রহ নিয়ে এক যুগও কাটিয়ে দেয়।

দুপুরের খাবারের জন্য যেতে হবে। ফ্রেশ হয়ে নিলাম। রেস্টুরেন্ট থেকে খাওয়া শেষ করে রুমে ফিরেও এলাম। ৪ টা থেকে আয়নার সামনে দাড়িয়ে যতগুলা জামা-কাপড় এনেছিলাম সবগুলো একটা একটা করে পরা শেষ করেছি। পছন্দ যেন আজ হচ্ছেই না। সবকিছুতে যেন কম থেকে যাচ্ছে। এতটা আগ্রহের কারণ- জানা নেই, তবে আগে হয়নি!

অবশেষে, আকাশী রঙা শার্ট, কালো প্যান্ট, সানগ্লাস পরে বেরিয়ে পড়লাম।

সময় যত গড়াচ্ছে আগ্রহ ততোধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাচ্ছে। হৃদস্পন্দন যেন থামতে চাচ্ছেনা। ক্রমশ বেড়েই চলছে। আমি দাড়িয়ে আছি সাগর পানে চেয়ে। সময় পেরিয়ে গেল তার দেখা নেই। সে কী আসবেনা?

নাকি চিঠিটা ওয়েটার দেয়নি তাকে?

উদ্ভট চিন্তাও হানা দিচ্ছিল তখন। ওয়েটার যদি না দিয়ে থাকে তবে রে, —ব্যাটা!

আবার, দেরি করা হচ্ছে মেয়েদের স্বভাব। কি আনন্দ পায়! নিতান্ত ওদের জানা।আমি এ ব্যাপারে অজ্ঞ। কিন্তু— অপেক্ষা করানোর একটা সীমা আছে। মেয়েরা পারেও বটে। আমি আবার এত অপেক্ষা করতে পারিনা। পাচ মিনিটের অপেক্ষা পাচ ঘন্টার মত মনে হতে শুরু করল।

অবশেষে, দেখি কেউ একজন হেঁটে আসছে।

ঠিক যেমনটি লিখেছিলাম চিঠিতে।

তবে এতটা সুন্দর!

কল্পনার বাহিরে ছিল, অকল্পনীয়!

অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে লক্ষ করছি!

এভাবে তাকিয়ে বোধহয়, শতাব্দী পার করে দেওয়া যাবে।

গুটি গুটি পায়ে কাছাকাছি চলে আসলো। এসে তাকিয়ে আছে। গম্ভীরমুখে। আমাকে চিনেনা বোধহয় আন্দাজ করেছে। মনে মনে ভাবছি,

রাগ করেছে নাকি?

রাগ করলে কেন আসবে?

আমি বরং তাকে জিজ্ঞাসা করলাম-

"রেগে আছেন যে?"

রাগের কারণ অন্ততপক্ষে আমি নই, যদিবা হতাম তবে এখানে আসতেন না।

অবশেষে, তিনি হেসে দিলেন।

বললেন, নাহ্!

রাগ করিনি।

এভাবে কখনো চিঠি পাইনি।যদি ভুল না হই আপনি সেই মানুষটি।

জ্বি, আমি সে!

আমি সেই মানুষটি যে আপনার হাসি দেখার জন্য অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছি। যে আপনার অপেক্ষায় চল্লিশ মিনিট দাঁড়িয়ে আছে।

তিনি বললেন, অপেক্ষা করানোর জন্য "দুঃখিত! "

আমি আসলে অপেক্ষা করাতে চাইনি।

তবে, "এত সহজে দেখা দিবো কেনো?"

যে মানুষটা এত সুন্দর করে সেজেগুজে আসতে বলেছে, দেখিনা কতটা অপেক্ষা করতে পারে।

হ্যাঁ, "অপেক্ষার প্রহর ভেঙে এসেছি।"

বলুন, "কি বলতে চেয়েছিলেন?"

এভাবে কেন ডেকেছেন?

মনে মনে আমারও প্রশ্ন জেগেছে। এক মনে ভাবছি জিজ্ঞাস করি। আরেক মন সায় দিচ্ছেনা। ভাবছি হিতে বিপরীত হতে পারে।

মনে মনে বলছি বারংবার বলছি, "আপনিও ডাকে সাড়া দিয়েছেন কেন?"

বলতে পারিনি! আসলে চাইনি।

আসতে বলেছি, "বলবো।"

চলুন একটু সামনের দিকে হাঁটি।

তিনি বললেন, আচ্ছা!

আমি তার ডান পাশে সে আমার বাম পাশে। হাটতে লাগলাম। মাঝে মাঝে তার চোখের দিকে তাকাতে ভয়ও পাচ্ছি!

তবুও তাকাচ্ছি!

উঁকি দেওয়ার মত করে ; ছোটবেলায় গ্রামে ছিলাম যখন, ''টিভি সারা গ্রামে একটা ছিল। '' তাদের আবার ভঙ্গি অন্য রকম। বোধহয় কিডনি চেয়েছি এভাবে তাকাতো। নতুবা আমাকে খেয়ে ফেলবে। তবে মায়ের বকুনি কম খাইনি এর জন্য। সাধারণত ঘরগুলা টিনের ছিল।কখনো জানালার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিতাম। আবার কখনো টিনের ফাকা দিয়ে তাকাতাম। তবে তখনের অনুভুতি বোঝানো সম্ভব নয়। লুকিয়ে দেখার ছলাকলা, ভীতি কাজ করা। আজ বোধহয় তেমন লাগছে।

তিনিও দুয়েকবার তাকিয়েছেন। চোখে চোখ পড়তেই সরিয়ে নিয়েছেন।

"যদি তার চাওয়া হয় শাপলা ফুল!

আর ফুলটা যদি এক সমুদ্র পেরিয়ে ওই দূর-দূরান্তে ফুটেছে।

চোখের দিকে তাকিয়ে এক সমুদ্র পেরিয়ে শাপলা এনে দিতে কষ্ট হবে না। "

মেয়েরা কথা প্রথমত বলতে পারেনা। লজ্জা পায়। ছেলেদেরই শুরু করতে হয় সব সময়। আমিও শুরু করলাম।

আচ্ছা,

আমি আচ্ছা বলার সাথে তিনি বললেন, "হ্যাঁ বলুন!"

আমি কিছুটা বিস্মিত! "তার অধীর আগ্রহ দেখে।"

আপনার নামটা জানা হল না। পরিচয় জানা হল না। এভাবে অপরিচিতা হিসেবে থেকে যাবেন কি?

তিনিও বললেন আমিও আপনার বিষয়ে কিছু জানিনা।

আমি পরিচয়টা দিয়ে দিলাম তাকে।

তিনি তার পরিচয়ে বললেন,

"অচেনার ভীড়ে যদি আমায় চিনতে চান,

তবে আমায় অপরিচিতা হিসেবেই ডাকেন।"

অজানায় যখন এতটা টেনেছেন।

জেনে কতটা কাছে টেনে নিবেন?

সময় সাপেক্ষে বিবেচনা করাটাই শ্রেয়।

তবুও যদি ইচ্ছে হয় আমাকে জানার, "সাগর পানে চেয়ে থাকেন, আমার কথা ভাবাবে!

ক্লান্তি এসে গেলে দিবা - রজনীতে আকাশ পানে তাকান দেখতে পাবেন।"

আমি সে!

আমি বলে উঠলাম

কনীনিকা?

আমি প্রশ্ন করলাম, "আমি কি ঠিক ধরেছি?" তিনি বললেন, এত বোকা কেন? নামটা ঠিক ধরেছেন আবার প্রশ্ন করছেন বোকার মত?

"কনীনিকা! "

নামটা অদ্ভুত শোনাচ্ছে বুঝি?

আমি বললাম না!

তবে;

তবে কি?

নাহ্, কিছুনা!

আমার বুঝতে বাকি রইল না। এটা তার আসল নাম নয়। সে হাসি ঠাট্টার ছলে আমার বলা নাম নিজের করে নিয়েছে। আমিও ভাবুক হয়ে যাচ্ছি।

"আমার দেওয়া নাম এত পছন্দ হয়েছে তার?"

"সে কি আমাকে পছন্দ করে?" নাকি মজা করছে?

এসব নানান প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে। মস্তিষ্কটা এবার বোধহয় হার্ডডিস্কের মত ক্র‍্যাশ করবে। আমি বোধহয় দেউলিয়া হয়ে যাব। তবে নামটা বলেছিলাম একটা অর্থে, "কনীনিকা"

অর্থ "চোখের তারা!"

''Pupil of the Eye''

সাগর পানে চেয়ে থাকতে চোখ যেন জুড়িয়ে যায় আবার নিস্তব্ধ রজনীতে আকাশে তারার মেলা বড্ড ভাল লাগাতে শুরু করে। দুইটা বাক্য তার থেকে শুনে কেন জানি নামটা মাথায় চলে আসলো! আমি " কনীনিকা " নামটাই ধরে নিয়েছি আপাতত।

তাকে বললাম, চলেন কোথাও বসি?

তিনি বললেন, "টং এর দোকানে যাওয়া যেতে পারে!"

আমি অবাক!

একটু অবাক হয়েছি; কোনো রেস্টুরেন্টে যাওয়ার কথা বলেনি। টং এর দোকানে যেতে চেয়েছে। আমি তাকে বললাম মন্ঠু মামার দোকানে যাওয়ার জন্য। মামা খুব ভাল চা করেন। তিনি রঙ চা পছন্দ করেন।আমার প্রশ্ন করাতে উত্তরে বললেন।

তবে, আমি তাকে নতুন একটা চায়ে চুমুক দেওয়ার জন্য জানান দিলাম।

তিনি রাজি হইলেন।

হাটতে, হাটতে দুয়েক্টা কথা বলতে ছিলাম।

মন্ঠু মামার দোকানে গিয়ে বললাম ভাল করে দুইটা মালাই চা দেওয়ার জন্য।

সন্ধ্যা বেলায় একটু ভীড় বেশি থাকায় মামা বললেন একটু অপেক্ষা করতে।

আমি বললাম, আচ্ছা!

আমরা একটু সামনের দিকটাতে একটা নৌকা রাখা বালিয়াড়ির উপর তার উপরে গিয়ে বসলাম। কিছুক্ষণে মধ্যে সূর্যাস্ত যাবে। দু'জনে একসাথেই দেখবো ঠিক করেছি।

কনীনিকা সাগর পানে চেয়ে বসে রইলেন। আমি তার দিকে চেয়ে আছি। অন্যমনস্ক, চুপচাপ, আমার প্রিয় শাড়িতে মন বলছে,

"তোমায় নিয়ে দিবো পাড়ি যদি তুমি বলো,

হাজার অন্ধকার রাত কাটা হয়ে দাড়াক ;

এক দিবানিশিতে নতুন সূর্য এনে দিবো, আমায় একটু ভালবাসো !"

আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, কি ভাবছেন?

তিনি বললেন তবে আমি কিছুটা অবাক হলাম, দূরত্ব বেশি নয়, চেনা-জানা ক্ষণিকের

তবুও কত আপন!

এভাবে আসবো ভাবিনি!

ইচ্ছে ছিল প্রিয় মানুষটার সাথে বালিয়াড়িতে হাটবো, টং এর দোকানে চা খাবো।তবে সে মানুষটা আপনি ভাবা হয়নি। একদিনের পরিচয়। পরিচয় বলবোনা এখনো কিছু জানা হয়নি। জানতে ইচ্ছেও করছেনা। তবে কথা বলে মোটেও খারাপ লাগছেনা।

আমি চেয়ে রইলাম তার দিকে। তখন মামা চা নিয়ে আসলো।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। আকাশটা মেঘলা। শীতল হাওয়া বইছে। সাগরের পাড়ে বোধহয় এর থেকে বেশি কিছু চাওয়ার আমার নেই।

চায়ের চুমুক দেওয়ার পর আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম,

কেমন লাগল?

প্রথম ভিন্ন কিছু?

বেশ!

যতটা বলেছিলেন তার থেকে অনেক দারুণ!

"আপনি বোধহয় প্রকাশ কম করতে পারেন সব কিছু। "

তা বেশ ভাল বলেছেন!প্রকাশভঙ্গী আমার নিছক কম।

চা শেষ করলাম। কিছুটা সময় বসে রইলাম।

এরপর বিল'টা তিনি দিতে চাইলেন। আমি কেমনে দিতে দেই তাকে? একপ্রকার হট্টগোল লেগে গেল।

তবে, শেষ অব্দি বিল'টা তিনি দিলেন।

মেয়েদের সাথে পারা যায় না। মাঝে মাঝে অবুঝের থেকেও অবুঝের মত কাজ করে।

বিদায় বেলা বোধহয় ঘনিয়ে আসছে। যেতে দিতে ইচ্ছে করছেনা।

কেন জানি চাই!

তাকে চাই!

কথা বলতে ইচ্ছে করে।দেখতে ইচ্ছে করে।তবে এখনো মন খারাপের কারণ জানা হয়নি। কিছু কিছু অজানায় বড্ড ভাল লাগে।

জানার আক্ষেপ থেকে যায়।শোনার আকাঙ্ক্ষা থেকে যায়।

তার বলতে ভাল লাগেনি, আমার শুনতে ভাল লাগবেনা।

আমি জোর করিনি। হোটেলের দিকে এক'পা দু'পা করে এগিয়ে চলেছি। আচ্ছা, আমাদের পরবর্তীতে যোগাযোগ এর মাধ্যম কি?

তিনি হাসলেন!

কেনো?

খুব ইচ্ছে যোগাযোগের?

আমি বললাম, যদি আপনি না চান এখানেই সব শেষ হোক, তবে থাকুক অজানা।

কালকে আমি চলে যাবো। ছুটি শেষ। এবারের ভ্রমণটা বেশি মনে পড়বে। বিশেষ করে আপনার কথা। অজানায় রয়েছে আপনার মন খারাপের কারণ এটাও ভাবাবে।

তিনি বললেন, সুন্দর একটা মহূর্তের জন্য ধন্যবাদ। মন খারাপের কারণ ছোট্টো একটি খামে পাঠিয়ে দিবো। অপেক্ষা করুন।

তখন আমার মনে পড়লো হুমায়ুন আহমেদ স্যারের কথা,

“অপেক্ষা হলো শুদ্ধতম ভালোবাসার একটি চিহ্ন। সবাই ভালোবাসি বলতে পারে। কিন্তু সবাই অপেক্ষা করে সেই ভালোবাসা প্রমাণ করতে পারে না। ”

মনে মনে ভালবাসি গেঁথে নিয়েছি। কারণ জানিনা। কেন ভালবাসছি?

নাকি ভাললাগা?

ফ্যাসিনেশন বা মোহ, মায়া এসবও দেখছিনা। হয়তো এটাই ভালবাসা।

কয়টা দিন শুধু তার কথাই ভাবাচ্ছে। তবে সে যদি জানতে পারে আমার অতীত আমাকে কি ভালবাসবে?

নিঃসন্দেহে 'না' করে দিবে।

আমি ভালবাসা পাবার যোগ্য নই। ক্ষণিকের সুখের লাগিয়া মরিয়া হয়ে উঠেছি। রাতের নিস্তব্ধতায় মেদ পূর্ণ শরীরটাকে সঁপেছি। তবে কারর ইচ্ছের বিরুদ্ধে করিনি। দু'জনের সম্মতিতে হাতে হাত রেখেছি। ঠোঁট -ঠোঁট মিলিয়েছি। বোধহয় জানানো ঠিক হবেনা। আমায় ভালবাসে কী না? আমি জানিনা।

হোটেলের কাছে চলে আসলাম। বিদায়ের পালা।এতটা দ্রুত সময় কেটে যাবে ভাবিনি।

আমিও বিদায় নিলাম। আমি রুমে চলে আসলাম। তার ঠিকানা জানা হয়নি। যোগাযোগের মাধ্যম জানা হয়নি। ক্ষুধাও প্রচন্ড লেগেছে।খাইতে ইচ্ছে করছেনা। চিন্তায় মত্ত্ব। নির্ঘুম রাত পার হবে বুঝতে বাকি নেই। কালকে শেষ দিন। আবার কিছুদিন পর আসবো। ভাল লাগার অন্যতম জায়গা একটা। তবে আরেকটি বার দেখা করতে ইচ্ছে করছে কনীনিকা'র সাথে।

রাত ৩ টা বাজে ঘুম এখনো আসেনি। বেলকুনিতে দাঁড়িয়ে জোৎস্ন্যা আর চন্দ্রবিলাস করছি। গুন গুন করে গান করছি। সিগারেট ধরতেও ইচ্ছে করছেনা। এলোমেলো যেন সবই। চারিপাশ নিস্তব্ধতায় ভেসে গিয়েছি। শুধু সাগরের উপচে পড়া ঢেউ আছড়ে পড়ছে।

কিছুক্ষণ পর দরজায় ঠক ঠক শব্দ হল।

এত রাতে কে আসবে?

তার থেকে বিশেষ কারণ ভ্রমণের স্থান গুলোতে কে'ই বা চিনে সেভাবে। হঠাৎ করে কনীনিকা'র কথা মনে পড়ল। সাহস করে দরজা খুললাম।

ঠিক তার কথা মত একটি সুন্দর খাম, সাথে একটি গোলাপ রাখা। টকটকে লাল গোলাপ । অন্যদিনের তুলনায় যেন লাল বেশি দেখাচ্ছে গোলাপ ফুলকে।

ফুল তুলতে গিয়ে হাতে আঁচড় লাগলো কাটা'র। রক্ত বেরিয়ে আসলো। রক্তাক্ত হাতেই খাম'টা তুললাম। দরজা বাহিরে কেউ ছিল না। খাম'টা এনে বেলকুনিতে দাঁড়িয়ে ভাবছি কি থাকতে পারে লেখা?

খাম'টা দেখতে সুন্দর।মেয়েদের বোধহয় প্রিয়জনকে এভাবেই অবাক করা সুন্দর জিনিসপত্র দিতে বড্ড বেশি ভাল লাগে। সুন্দর বললে কম হতে পারে। তবে আমার কাছে শব্দ ভান্ডার সমৃদ্ধ নয়। সুন্দরেই সীমাবদ্ধ রাখলাম। খাম'টির ভেতরে একটি রঙিন কাগজে। কাগজে লেখা ছিল,

"ইচ্ছে গুলো আড়াল না করে ভাসিয়ে দাও একটি খামে করে।"

আমি আসবো, খুঁজবো!

তোমার অব্যক্ত কথাগুলো পড়বো। অবাক করা ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি হাসবো, তুমি অনুভব করবে।

অপেক্ষায় রইলাম চিঠির।

ইতি

কনীনিকা।

সকাল হলে একটি চিঠি দিয়ে যাব ওয়েটার এর কাছে। খুব যত্নে লিখেছি রাতভর তার কথা ভেবে। তোমায় নিয়ে হাটবো সেই চেনা রাস্তায়। যাবো, চায়ের দোকানে। বলবো, মামা চা দাও। তুমি এত মিষ্টি তোমাকে দেখে আমার চিনির স্বাদ যেন বড্ড বেশি মনে হবে। তুমি যখন কালো শাড়িতে আসবে একপা দু'পা করে। আমার হৃৎস্পন্দন যেন কিছুতেই থামতে চাইবেনা। লুকিয়ে রাখা একগুচ্ছ কদম তোমায় সঁপে দিবো। তুমি লাজুক হাসিতে আমার মন কেড়ে নিবে। কথা ছিল সাগর পানে রজনীতে আকাশ দেখবো। এবার বোধহয় সময়টা চলে এসেছে। বালিয়াড়ির উপর বসে জোৎস্ন্যা বিলাস করবো। তোমার উষ্ণতা আমায় ছুঁয়ে যাবে।

আর,

আর আমার উষ্ণতা তোমায় ছুঁয়ে দিবে।

মাঝে মাঝে অপলক দৃষ্টিতে তোমার দিকে তাকিয়ে রইব।খুনসুটি আলাপে তোমায় ছোঁয়ার আদলে একটু আলিঙ্গন চাইবো।

ছুঁয়ে দিবে আমায়? তোমায় নিয়ে পাহাড়ের দেশে যাব। ঘন বন জঙ্গলের মাঝে ঝিঝিপোকার ডাক, পাখির কলরব শুনবো। মাঝে মাঝে তোমার কাছে গান শোনার বায়না ধরবো!

তুমি গান শোনাবে?

ঠিক শোনাবে!

একটু পথ হয়নি চলা এক সাথে। তবুও কত রঙিন স্বপ্ন বুনেছি। তুমি হাটবে আমার সাথে?

নাকি!

নাকি কল্পনায়ই আমার রইবে?

ফুলটা দিয়েছিলেন প্রথমেই কাটার আঘাত। তবুও গ্রহণ করেছি। শত আঘাতেও আপনি প্রিয় হয়ে উঠেবেন বুঝেছি। চিঠি শেষে ঠিকানা রইল। আপনার খুশি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারেন। নতুনা নব্বইয়ের দশকে ফিরে যেতে চাইবেন। তবে আপনাকে নব্বইয়ের দশকে মানাবে। আমিও একটু চাই।একটু না অনেকখানি চাই।আমার চাওয়ার কী দাম আছে?

উত্তরের অপেক্ষায় রইলাম।

লেখা শেষ করে ঘুমানোর চেষ্টা করলাম। গান শুনতে শুনতে কখনো চোখ লেগে গিয়েছিল টের পাইনি।

ঘুম ভাঙতে দেরি হয়ে গেল।আজ সকালে সমুদ্র পাড়ে কি সে এসেছিল?

আমায় কী খুঁজেছিল?

কি সব ভাবছি। গোসল সেরে নিলাম । ক্ষুধা প্রচন্ড তীব্র হতে লাগলো। রাতে খাওয়া হয়নি।খাম'টা নিয়ে যাই ওয়েটারের কাছে দিতে হবে। সে একমাত্র আমাদের যোগাযোগের মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ব্রেকফাস্ট অর্ডার দিলাম। ওয়েটারকে খুঁজছি দেখা মিলছেনা। আরেকজনের কাছে জিজ্ঞাসা করে নিলাম। সে আজ আসেনি। ছুটিতে গিয়েছে। তার মা অসুস্থ।আকাশ ভেঙে পড়ার মত আমার অবস্থা। কিছু বলতেও পারছিনা। মা অসুস্থ চাকরি থেকে মায়ের সেবা করাটা গুরু দায়িত্ব।

আমি চুপচাপ বসে রইলাম। ব্রেকফাস্ট নিয়ে আসছে।ক্ষুধাও লেগেছে আবার মনও খারাপ হয়ে এল। খেতে ইচ্ছে করছেনা।

যোগাযোগের একটা মাধ্যম সেইটাও বন্ধ হয়ে গেল।

চলে যাওয়ার দিন কেনো এমনটা হতে হল?

নিয়তি নিশ্চয়ই খারাপ।

বড্ড খারাপ!

কোনো মতে কিছু খেলাম। খেয়ে রুমে চলে আসছি। তার খাম'টা আবার দেখছি, বার বার পড়ছি।কথাগুলো পড়ছি খেয়ালে প্রথম লাইনটা আসলো। "ইচ্ছে হলে কথাগুলো ভাসিয়ে দাও খামে।" এর মধ্য দিয়ে কি ইঙ্গিত দিতে চেয়েছিল?

নাকি আমি যা ভাবছি তা নয়? যদিও বা কোনো উপায় আর দেখছি না। যাই বাইরে একটু ঘুরে আসি, পরে নাহয় রেখে যাবো কোথাও।

শেষ রাতটাতে ঘুম হয়নি। চোখ জ্বালা করছে। সূর্যের প্রখর আলো নেই তবুও তাকাতে কষ্ট হচ্ছে। মামা'র দোকানে চায়ের অর্ডার দিয়ে বসে আছি। একটু পরে চা দিলো। চা শেষ করে আবার হাটছি সমুদ্রে পা ভিজিয়ে।আশপাশে তাকালে মনে হচ্ছে এই বুঝি আমায় ডাকছে। ফিরে তাকালে কেউ নেই। ঘন্টা খানেক পর রুমে ফিরে এলাম।

সবকিছু গুছিয়ে নিতে হবে। রাতে বাস। পকেটে খাম'টা নিয়েই ঘুরছি। আমি তার লেখা চিঠির প্রথম লাইনে ভর করে আমাদের যেখানে প্রথম দেখা সেখানে রেখে যাব ভাবছি। এর মধ্য বুদ্ধি উদ্ভব হল। মাঝে মাঝে উদ্ভট চিন্তাও কাজে লেগে যায়। ওয়েটার আরেকজনের কাছে রেখে যাই। সে আসলে দিয়ে দিবে তাকে। ও কনীনিকাকে দিয়ে দিবে।

তাই করলাম। দিয়ে আসলাম।কিছু টিপস বাড়িয়ে দিলাম। কতটা গুরুত্বপূর্ণ বুঝিয়ে দিয়েছিও। দুপুরের খাবারের পর একটা ঘুম দিতে হবে। আমার আবার রাতের ভ্রমণে ঘুম হয়না। আগের রাতটা জেগেছি আজকেও জাগবো। দুপুরে একটা ঘুম দরকার । রুমে গিয়ে গান ছেড়ে শুয়ে আছি। মন খারাপের সময় নব্বইর দশকের গানগুলো শুনতে বড্ড প্রিয় হয়ে উঠে। গানের কথার সাথে যেন প্রতিটা জীবনের কত মিল!

অবশেষে, মান্না দে'র গান শুনছিলাম, শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে গেলাম।

"কতদিন দেখিনি তোমায়

তবু মনে পড়ে তব মুখখানি

স্মৃতির মুকুরে মম

আজ তবু ছায়া পড়ে রাণী"

বিকেল ৫ টায় ঘুম থেকে উঠলাম। উঠে ফ্রেশ হয়ে নিলাম। ব্যাগ পরে গোছাবো। একটু ঘুরে আসি বাইরে থেকে। আরও কিছুদিন থেকে যেতে পারতাম। তবে ভ্রমণের স্থানগুলো কয়েক দিনের জন্য ভাল লাগে। আমার কাছে। অন্যদের কথা বলবো না। বেশিদিন হয়ে গেলে কেমন একটা একঘেয়েমি চলে আসে। চললাম রুম বন্ধ করে। মনটা ফ্রেশ লাগছে। কনীনিকার কথা মনে আছে। কিছু করার নেই। সূর্যাস্ত পর্যন্ত ঘুরলাম এদিক সেদিক। আজ সন্ধ্যা আকাশে কোনো তারার মেলা নেই। চাঁদও ওঠেনি।

চারিদিকে বিদঘুটে অন্ধকার!

কালো মেঘও উড়ে বেড়াচ্ছে

আকাশের বুকে তাকিয়ে একটা শান্তির নিঃশ্বাস ফেলতে ইচ্ছে করছে।

শীতল হাওয়ায় যেন শরীরটা কাপছে।

মন ভাল নেই সুরে সুর বেঁধেছে।

এ কি শুধুই মন খারাপ?

নাকি হারানোর প্রথম ধাপ?

একটা সিগারেট শেষ করে রুমে চলে আসছি ৭ টার সময়। ১১ টায় বাস। রুমে এসে ব্যাগ গোছালাম। রাতের খাবার খেয়েই বের হব ভাবলাম। ব্যাগ গোঁছাতে গিয়ে তার চিঠি আগ্লে রেখেছি যতন করে। ৮.৩০ টা নাগাদ ডিনার শেষ করে সমুদ্র পাড়ে বসে আছি। মন যেন খারাপ হয়ে গিয়েছে। মাঝে মাঝে কারণ ছাড়াও মন খারাপ হয়। কারণ, খুঁজতে গেলেও বেশি মন খারাপ হয়। আমি কারণ খুঁজতে চাইনা কখনো। চুপচাপ বসেই রইলাম। কিছুই ভাবছিনা। ১০ টার দিকে রুমে এসে সব রেডি করে বেরিয়ে পড়লাম বাড়ি ফেরার উদ্দেশ্যে।

বরাবর গাড়ির সামনের সিট-এ বসতে ভাল লাগে। অভ্যস্ততা লাভ করেছে এডমিশন লাইফ থেকে। রাতভর জেগে জেগে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গা এক্সাম দিয়েছি। জার্নিতে ঘুম হয়নি। সামনে সিট-এ বসে চিনতে চিনতে গিয়েছি। এজন্য বোধহয় সামনেই ভাল লাগে। সেসব স্মৃতি মনে করতে চাইনা আপাতত। তবে আজকে দুইটা সিটের পর সিট পেয়েছি। গাড়িতে উঠলাম। পাশের সিট ফাকা। কেউ নেই। যাক এটা বড্ড ভাল ব্যাপার। তবে ডান পাশের সিট-এ দেখলাম একটা কাপল আছে। প্রথমে লক্ষ করলাম না। বাস ছেড়ে দেওয়ার পর লক্ষ করলাম বাস চলা অবস্থায় যেন ওরা পিছে বার বার তাকাচ্ছে। ভয় ভীতি কাজ করছে।

ভাবছি জিজ্ঞাসা করবো পরে ভাবলাম, না, থাক।

জিজ্ঞাসা করলাম না!

কিছুক্ষণ পর কিছুটা দূর আসার পর লক্ষ করলাম দু'জন হাতে হাত তালাবদ্ধ করেছে। মেয়েটি ছেলের কাধে হেলান দিয়ে আছে। চেহারায় এখনো ভয় ভয় ছোপ দেখা যাচ্ছে। ভয়ের কারণ কী হতে পারে?

পালিয়ে এসেছে?

নাকি কেউ অন্যকিছু?

নানান, প্রশ্ন আক্রমন করে চলেছে আমার মস্তিষ্কে ।অন্যমনস্ক হয়ে ভাবছি কনীনিকা'র কথা। আজ সে যদি আমার সাথে আসতো?এখন পাশের সিটেএ থাকত?

কী হত?

আমি কি তাকে ভালবাসি? প্রশ্নটা তাকেই করতাম। উত্তর আমার জানা নেই। এ বয়সে যতটুকু বুঝেছি বোধহয় দেখার জন্য ছটফট করা, চোখের আড়াল হলে অস্থিরতা, কথা বলার প্রবল ইচ্ছা, চোখের সামনে কাঠ পুতুলের মত সাজিয়ে রাখা। জানা হল না চিঠির উত্তরের অপেক্ষা করা ব্যতিরেকে উপায় নেই।

তাদের হাবভাব দেখে আমি জিজ্ঞাসা করে বসলাম।

এক্সকিউজ মি.

কোথায় যাচ্ছেন আপনারা?আমার দিকে তাকিয়ে রইল শ্বাস-প্রশ্বাস বৃদ্ধি অবস্থায় বলল ঢাকাতে। আপনারা কি কোনো বিষয়ে চিন্তিত?

ছেলেটি বলল না, তেমন কিছু নয়। তবে আমি ঠিক বুঝতে পারছি কিছু হয়েছে।

লুকাচ্ছে!

জোর করাও ঠিক না। তবে আমি হেল্প করতে পারি।কর্মজীবনে অল্প বয়সে সফল ব্যক্তি হিসেবে পরিচিতি রয়েছে খানেকটা। আমি আবার বললাম, আপনাদের সমস্যা থাকলে আমাকে বলতে পারেন, আমি চেষ্টা করবো আপনাদের সাহায্য করতে। এভাবে বলাও ঠিক নয়, আমি বুঝি, তবুও দেখে মনে হচ্ছে আপনারা চিন্তিত। ছেলেটা সাহস দেখাচ্ছে কিছু হয়নি এমন চেহারা করতে চাচ্ছে তবে মেয়েটার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছে। আমি আর কথা বাড়ালাম না।নিজ থেকে কিছু যদি না বলতে চায় জোর করা ঠিক হবেনা। আবার পাশের লোকেরাও শুনলে অন্যকিছু ভাবতে পারে। দেখলাম তাদের ভেতর আলাপ চলছে।আস্তে আস্তে বলায় আমি শুনতে পাইনি।

খানেক পাচ কি দশ মিনিট পরে মেয়েটি জানান দিল, আমরা পালিয়ে এসেছি।কোথায় যাব? জানিনা।আপাতত বাড়ি ছেড়ে অজানা গন্তব্যের উদ্দেশ্য রওনা হলাম। আপনি হেল্প করতে পারলে খুব উপকার হত।

আমি বললাম, আচ্ছা। তবে সম্পূর্ণ ঘটনা না জেনে হেল্প করা ঠিক হবে কি?আমার মনে শঙ্কা জেগে উঠল। তবে তাই হোক, জেনেই সাহায্য করব।

রাত ২ টা নাগাদ বাস একটি ঢাবার সামনে এসে থামলো। মিনিট তিরিশেক এর বিরতি।যাদের খাবারবে প্রয়োজন খেয়ে নিবে। ওয়াশরুমের প্রয়োজন হলে সেটাও করতে পারবে। আশপাশ টা নিস্তব্ধ।অন্ধকার বেশ! বিদঘুটে অন্ধকার।

ধাবার আলো ছাড়া কোথাও একদিন্দু আলোর অস্তিত্ব মিলছে না। আমি ওদের দু'জনের সাথে বের হলাম।সম্পূর্ণ ঘটনা জানার জন্য।

ছেলেটির নাম রিয়াজ। মেয়েটি অর্পিতা। মেয়েটিই বলা শুরু করেছিল, ও মুসলিম পরিবারের। আমি হিন্দুধর্মের। দীর্ঘ ছ'বছর যাবত সম্পর্ক আমাদের। এক দিন এমন কাটেনি ওর সাথে কথা না বলে থাকিনি। বাসায় জানানো হলে মেনে নিতে চায়নি কেউ। আমার ছোট ভাইয়ের সাহায্যে আমি পালিয়ে এসেছি। রিয়াজ'কে ছাড়া থাকা সম্ভব হবেনা। ভালবাসি কতটুকু জানিনাদ তবে কতটুকু বাসি প্রশ্ন করলে বলব,"কতটুকু আর ?"

"চারপাশে যে ফিকে ফিকে হাসির প্রতিচ্ছবি!

তার মাঝেও যে ভালবাসি অসাধারণ ব্যক্তিত্বের, মনুষ্যত্বের অধিকারী মানুষটিকে।"

আমি কিছুক্ষণ চুপচাপ রইলাম। মেয়েটি চুপ হয়ে গেল। এখানে বলার কিছু থাকেনা। আমাকে বিশ্বাস করে বলেছে। চেহারার দিকে তাকিয়ে দেখলাম চোখ ভরে গিয়েছে নোনা জলে। পরিবার থেকে দূরে চলে আসছে। বিয়ের পর যদিও বাবা'র বাড়ি ছাড়তে হয় তাদের কিন্তু এভাবে ছাড়বে ও কী কখনো ভেবেছিল?

আর যাওয়া হবেনা। যদি মেনে না নেয়।

মানবে বা কেন?

সমাজের প্রচলিত মতবিশ্বাস।

আমি বললাম, ঢাকা কোথায় থাকবে ঠিক করেছো?

রিয়াজ বললো, এখনো ঠিক না। একটা বান্ধুবী থাকে পরিচিত তার সাথে যোগাযোগ করেছি 'ও' ব্যবস্থা করবে বলেছে। আমি তাদের সাহায্য করতে চাইলাম।

কেন জানি? জানা নেই। অকারণেই ।

তবে ইচ্ছে করছে বলতে, "ভালবাসা বেচে থাকুক।"

সব ভালবাসার সমাপ্তি বর্তমান সময়ে সুন্দর হয়না। ভালবাসার মানুষটি হারিয়ে যায় নতুবা ভালবাসা হারিয়ে যায় অযাচিত রোদের মত করে।

খুব কম দেখেছি। এর মাঝে বাস ছাড়ার সময় হয়ে এল।

ভোর ৬টা নাগাদ ঢাকা পৌঁছালাম। কাররই ঘুম হয়নি। ওদের কেটেছে বাঁধভাঙা দুশ্চিন্তায়। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, সন্ধান পেয়েছো তোমার ফ্রেন্ডের?

রিয়াজ বলল, ফোনটা বন্ধ পাচ্ছি।

আমি বললাম, আমার সাথে চলো। আপাতত আমি থাকার একটা ব্যবস্থা করে দিবো। কিছুদিন থেকো পরে ব্যবস্থা হলে চলে যেও। ওরাও না করল না, উপায় নেই। যেতে রাজি হল। আমি বললাম, চলো নাস্তা করি?

প্রথমে না সূচক জবাব দিলেও চেহারার দিকে তাকালে বোঝা যাচ্ছে কতখানি ক্ষুধা পেয়েছে। আরেকবার বলার পর, "চলল।"

নাস্তা করে রওনা হলাম। তবে একটা ব্যবস্থা করা দরকার ওদের। আমার একটা বাড়ি ফাকা পড়ে থাকে। মালি ছাড়া কেউ থাকেনা। আমি মাঝে মাঝে যাই গাছপালায় ঘেরা চারপাশ একঘেয়েমি দূর করতে। আবার বন্ধুদের নিয়ে আড্ডা দিতে। আমি মালি'কে ফোন করে বললাম পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করতে। ওদের নিয়ে ওখানে চললাম। ওরা কিছুদিন ওখানেই থাক। বেশিদূরে নয় মিনিট তিরিশেক সময় লাগবে যেতে।

ট্যাক্সি করে ওদের পৌঁছে দিলাম। রিয়াজ ধন্যবাদ জানালো। আর কিছু মনে হচ্ছে বলতে চাচ্ছে। তবে সংকোচ, দ্বিধাদ্বন্দ্বে কিছু বলতে পারছেনা। চোখের ভাষা মানুষ পড়তে জানে, আমি প্রথম বুঝতে পারলাম। আমি বরং জিজ্ঞাসা করলাম, আর কিছু প্রয়োজন হলে বলতে পারো? বড় ভাইয়ের মত। বলল, কীভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবো জানিনা। ঋণ কখনো ফোরাবার নয়। আপন মানুষও এতটা করেনা যতটা আপনি করলেন। আমি বললাম, এগুলা কিছুই না! সত্যিকারের ভালবাসা বেচে থাকুক! দু'জন দু'জনার প্রতি ভালবাসা দেখে সহযোগিতা করা।

রিয়াজ বলল, ভাইয়া একটা চাকরির ব্যবস্থা যদি করে দিতেন। শেষ উপকারটুকু যদি করতেন। কয়েকদিনের ভেতর তাহলে এখান থেকে আমরা অন্য কোথাও চলে যেতে পারব। আমি বললাম, এত ব্যস্ততার কিছু নেই। এখানে কিছুদিন থাকো, সবে বিয়ে করেছো, একটা সুন্দর মূহুর্ত কাটাও। আমি ব্যবস্থা করে দিবো।

আমার এখন যেতে হবে। নাম্বার দিয়ে বললাম, প্রয়োজন ফোন করতে। আমি আসবো সময় করে।

বাসায় এসে সবার সাথে দেখা করে ফ্রেশ হলাম। মা রান্না করেছে সকাল সকাল আমার জন্য। মায়ের হাতের লুচি, ডাল অসম্ভব প্রিয়!

খেয়ে নিলাম। আজ আর অফিসে যাব না। একটা ঘুম দরকার! খুব দরকার!

বেডে শুয়ে পড়লাম, অল্প সাউন্ড দিয়ে গান শুনতে শুনতে। এতক্ষণে কনীনিকার কথা মনে পড়ল। ওদের পৌছে দেওয়া পর্যন্ত খেয়াল ছিল না।

ঘুমের চাপ বাড়ছে। খেয়াল করে বা কী হবে? আদৌ কী সে খুঁজবে আমায়?

চিঠি কী পাবে?

অজানায় রয়ে যাচ্ছে সব। এলোমেলো হচ্ছে আমার চারিপাশ, ক্ষণিকের মাঝে মন খারাপের বার্তা, মেঘের আভাস, প্রেমে পড়ার পূর্বাভাস কী এভাবেই আসে? জীবনটাকে এলোমেলো করে দিয়ে সব গুছিয়ে নিতে? আমি প্রেমে পড়িনি আগে কখনো। এমন অনুভূতিও হয়নি। তবে অনুভূতি টা দারুণ!

কারর জন্য অপেক্ষা!

অবশেষে, ঘুমিয়ে গেলাম।

বিকেল ৩ টায় ঘুম থেকে উঠি। উঠে এদিক সেদিক তাকাতে থাকি। কাউকে পেলাম না। তবে স্বপ্ন ছিল? হ্যাঁ স্বপ্ন!

ঘুমের মাঝে স্বপ্নে এসেছিল কনীনিকা। সাগড় পাড়ে তার হাত ধরে হাটছিলাম। মধুর স্মৃতি জড়িয়ে যাচ্ছিল। একটা স্বপ্ন সর্বোচ্চ পাচ সেকেন্ড স্থায়ী হয়। মনে হচ্ছিল হাজার বছর কেটে গিয়েছে তার সাথে। বিকেলে একটু হাটতে বের হব ভাবছি। আবার ভাবছি নিজেকে সময় দেই৷ কয়েকটা দিন যা হচ্ছে। দুপুরের খাওয়া বাকী। মা' যদিও কিছু বলেনি এখনো। তার শরীরটাও ঠিক নেই। বয়স হয়েছে।

এখন তার দেখাশোনা করার জন্য আমাকে বিয়ের জন্য চাপও কম দিচ্ছেনা। আমি বিয়ে করতে চাচ্ছিওনা আপাতত। একটা বাড়তি চাপ মনে হয়। সে অনুভূতি নেই। তবে মায়ের জন্য এবার বোধহয় বাকদান পর্বের সমাপ্তি ঘটবে। মেয়ে তার পছন্দে ঠিক করা। খালার মেয়ে। আমার ৮ বছরের ছোট। ফাইজা। নামটা সুন্দর। দেখতেও। মায়ের খুব আদরের। সে চায় আমার বউ হয়ে যেন ঘরে আসে। খালাও চায়। তাদের আপত্তি নেই। আমি বার বার কথা এড়িয়ে যাই। আমি সম্মতি দিলে দিন তারিখ ঠিক করবে। কনীনিকা প্রচন্ডরকম রহস্যপ্রিয় হয়ে গিয়েছে। যেভাবে আমার স্বপ্ন কুড়ে খাচ্ছে মা'কে ভাবছি বলে দিব।

কিন্তু, কীভাবে?

কীভাবে বলবো?

নাম, ঠিকানা কিছু জানিনা। আর বলব বা কীভাবে? মন ভেঙে যাবে। মেনেও নিতে চাইবেনা।

হঠাৎ, রুমে মা এল!

আমি একটু ভয় পেয়ে গেলাম। এসেই জিজ্ঞেস করল, কীরে কী ভাবছিস?

আমি বললাম, কই কিছু নাতো! তাহলে ওভাবে আনমোনে তাকিয়ে আছিস যে?

বাড়িতে আসার পর মন মরা দেখতেছি? কিছু হলে বল আমায়।

আমি বললাম, আরে নাহ্, কী আবার হবে। এমনি।

মা বলল, কাল তোর খালারা আসবে। বাবা আমি আর দেরি করতে চাইনা। এবার রাজি হয়ে যা। আমি অনেক টালবাহানা আঁটলাম। কাজ হল না। বললাম, আসতে বলো। তবে আমি বিয়ে করতে পারব না।

তারা কাল আসবে মানে বাসায় থাকা লাগবে। উফ! এগুলা ভাল লাগে!

বিরক্তি লাগে!

কনীনিকার কথাও ভুলতে পারছিনা।

মন বলছে,

"নিস্তব্ধ বিদীর্ণ সন্ধ্যায় তবুও সে আসুক!

আরেকটু মন খারাপের বার্তা যদি সঙ্গে আনতে চায়, তবুও চাই সে আসুক!"

মন খুলে আমার সাথে কথা বলুক। মা বলল, কীরে কিছু বলবি না?

বললাম, "না" যাওতো তুমি। পরে কথা হবে। বলল, আচ্ছা যাচ্ছি, আমার ওষুধ গুলো নিয়ে আসিস "বাবা"। শেষ হয়ে গিয়েছে। আমি বললাম "আচ্ছা"

এখন যাও।

বিকেল বেলা একটু বের হবো। শরতের আগমন ঘটেছে। চারপাশে সাদা কাশফুলের মেলা। আমিও কাশফুলেদের সাথে কথা বলতে চাই। কিছু সময় কাটাতে চাই। সেজন্য দিয়া বাড়ি যাবো। কাশফুলেদের মেলা মেলেছে । অনেকে যাচ্ছে ঘুরতে। মন ছুঁয়ে যাবার মতন জায়গা। দেরি না করে বেরিয়ে পড়লাম। ড্রাইভার সাথে নিলাম না। একা গেলাম। একটু একা থাকতে চাই। জীবনটাকে অগোছালো মনে হচ্ছে। একা থেকে ভাবতে চাই।

কী করা উচিৎ আমার?

কী করা উচিৎ না?

মায়ের কথাও ভাবা উচিত। তারও বয়স হয়েছে। এখন কীভাবে বলব কনীনিকার কথা। সন্ধ্যা অব্দি সেখানেই ছিলাম। বাসায় যাওয়ার পালা। মা'কে গিয়ে বলব ভাবছি রিয়াজ আর অর্পিতার কথা। জানানো দরকার। পরে জানলে কী ভাব্বে? এর চেয়ে বরং দেই বলে!

সন্ধ্যেবেলায় একটু বসে থাকাটাও মন্দ নয়। রাস্তার দু'পাশ দিয়ে সাদা কাশফুল সাথে সূর্যাস্ত। মন্দ নয়। মুগ্ধ করার মতন! ততক্ষণে দেখলাম ছোট্ট শিশুর হাতে কিছু কাশফুল কয়েকটা লাল, নীল বেলুন। দেখার দৃষ্টিটা যেন আরও সুন্দর করে তুলছে শিশুর মুখে মৃদু হাসির সাথে। একটি ছবিও তুললাম। দারুণ উঠেছে।

কয়েকটা কাশফুল নিয়ে যাব ভাবছি। ঘরের কোণে রেখে দিবো। মনে মনে ভাবছি, কনীনিকা যদি এখন আসত!

নীল শাড়ীতে,

হাতে একগুচ্ছ নীল চুড়ি,

খোলা চুল উড়বে ঝাউবনের ন্যায়

কপালে নীল টিপ,

আলতা রাঙা পায়ে জড়িয়ে নূপুর,

কর্ণে কুঞ্জলতা,

কাশফুলের সুভাসে মুখোরিত চারপাশ

ভালবাসি বলিয়া করবো নাকো ভুল।

একটু বেখেয়ালি হয়ে চলেছি। একটু না অনেকখানি। যতটুকু নাহলে আমার সময়ের জ্ঞান হারিয়ে যাচ্ছে। কী করছি? কেন করছি? বুঝতে পারছি না। তবে ভালোর দিকে যাচ্ছেনা বড্ড বুঝতে পারছি। এভাবে চলা যায়? নিজেকে প্রশ্ন করে যেন বিব্রতবোধ করাচ্ছি। আর নাহ্, অনেক সময় হল। বেরিয়ে পড়লাম বাসায় যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। একটু জ্যাম থাকায় রাত ৮ টা নাগাদ বাসায় পৌঁছালাম। ফ্রেশ হয়ে নিলাম। খেতে যাওয়ার আগে ল্যাপটপে অফিসের কাজ গুলো দেখছি। প্রায় সপ্তাহ খানেক পর। একটু পরেই মা ডাক দিল খেতে যাওয়ার জন্য।

রান্না হয়েছে বেশ সু-স্বাদু বেগুন ভাজি, মাংস, পোলাও। পোলাও এর সাথে বেগুন বেশ প্রিয় আমার। ডাইনিং টেবিলে! বসে মা'কে বললাম রিয়াজ আর অর্পিতার কথা। প্রথমে রাগ হল। পরে বুঝিয়ে বললাম। রাগ হওয়ার মতই। অজানা কাউকে এভাবে আশ্রয় দেওয়া কতটুকু নিরাপদ? আগ বাড়িয়ে কেউ বিপদ ডাকতে চায় না। অচেনা।

এখন আবার কথা তুলল, ফাইজার ব্যাপারে। আমি এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করলাম। তবে এবার রেহাই নেই বোধহয়৷

মা বলছে, "বাবা এবার বিয়ে টা করে নে৷" বয়স আমার হচ্ছে সারাদিন একা থাকি বাসায়। আমার সেবা করারও কেউ নেই। দেখাশোনা করারও। তুই সেই সকালে চলে যাস আর রাত করে বাড়িতে ফিরিস। ফাইজা মেয়েটা ভাল। তোর অনেক খেয়াল রাখবে। শেষ পর্যন্ত রাজি হলাম। কিছুটা মনের বিরুদ্ধে। কিছু করার ছিল না। কনীনিকার কথাও বললাম না মা'কে। চুপচাপ খাওয়া শেষে রুমে চলে গেলাম। লাইট অফ করেই শুয়ে রইলাম। কেমন একটা অনুভূতি বলে বোঝাবার নয়। সিগারেট ধরিয়ে জানালার কাছে গেলাম। জানালা দিয়ে আকাশ দেখছি। তারা'দের মেলা মিলেছে। আজ খুব করে লিখতে মন চাচ্ছে। মন চাচ্ছে, অজানা গন্তব্যে চিঠি পাঠানোর। কেউ পেয়ে আমায় খুঁজুক। তবে কনীনিকা হোক মনে মনে চাই। এতটা টান! মায়ায় জড়িয়ে গিয়েছে! সিগারেট শেষ করে লাইট অন করে পুরাতন ডায়েরি খুঁজে বের করলাম। ধূসর সাদা রঙা ডায়েরি। লুকিয়ে লুকিয়ে ডায়েরি লেখার শখ ছিল প্রচণ্ড। ডায়েরির ভাঁজে অনুভূতিগুলো লিখতে বসলাম। এক সময় অনেক লিখতাম।

ডায়েরি প্রথম পাতায় লেখা ছিল,

"স্বপ্নে হাসাই, স্বপ্নে কাঁদাই,

স্বপ্নেই হারিয়ে ফেলি ,

কাগজের ডিঙি নৌকায় দিয়েছি ভাসিয়ে!

স্রোতের অনুকূলে পৌঁছে ঠিকই যাবে গন্তব্যস্থলে,

প্রতিকূলতা বিবেচনায় এনে লড়াই করতে শিখিয়ে যাবে!

জীবনের উথাল-পাথাল সময়ে লিখেছিলাম। আজ সেসব দিন স্মৃতি শুধু। ডায়েরির ভাঁজে ভাঁজে কত আবেগ মাখা স্মৃতি। আজ একটু লেখার চেষ্টা করব। অনেকদিন লিখিনা। ইচ্ছে করছে খুব লিখতে। দুয়েক কলম যায় যদি লেখা। কনীনিকা'কেই উদ্দেশ্যে করে অবশেষে লিখলাম। শুনেছি মন খারাপের সময় লেখকরা খুব লিখতে পারে। চারপাশের তুচ্ছ বিষয়কেও সুন্দর করে ফুটিয়ে তুলতে পারে। আবেগ, অনুভূতি, আক্ষেপ, আকাঙ্খার জানান দিতে পারে। আমিও একটু দিলাম,

তবুও সে আসুক, বুকের পাজর জড়িয়ে লেপ্টে থাকুক!

তারপর, হৃদয়ের আয়নায় নিজের প্রতিচ্ছবি দেখে ভাবুক, "তোমাকে দেখার অসুখ" বাড়ছে প্রতিনিয়তক্ষণ!

এরপর সে ভাবুক, "আমাকে নাকি আমি হীনা?"

বেচে থাকুক!

রাত অনেক হয়ে যাচ্ছে। আজ ঘুম আসার নাম নেই। সব কিছু এলোমেলো লাগছে। রাত কাটতে চাচ্ছে না। প্রিয় মানুষকে দেখতে চাওয়ার মূহুর্তগুলো আরও যেন কাটতে চায় না। প্রিয় অপ্রিয় হিসেব কষে ফেললাম। যার কথা দিনভর ভাবাচ্ছে অপ্রিয় হওয়ার কিছু দেখছি না! অপছন্দের হলে বিরক্তি টেনে অন্য কাজে ভুলে যেতাম। সে প্রিয়! বড্ড প্রিয়! ভীষণ প্রিয়! আমাকে ভাবাচ্ছে।

জোর করে ঘুমিয়ে পড়লাম। রাত তিনটে নাগাদ ঘুম ভেঙে গিয়েছে। মন খুলে কথার বলার কাউকে খুঁজছি। তবে এটাও আমি বিশ্বাস করি, " মানুষের কাছে দুর্বলতা দেখাতে নেই।" বর্তমান সময়ে অবিশ্বাসে ছেঁয়েছে আশপাশ। খুব চাচ্ছি পাশে এসে কেউ হাতে হাত রেখে বা জড়িয়ে ধরে বলুক, "আমিতো আছি দীর্ঘশ্বাস ফেলে আমায় কাছে টেনে নিও, পর জনমে তোমায় চাইবো!" খোলা আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে আছি। আকাশের দিকে তাকিয়ে। অন্ধকার ভাল লাগছে। একাকী, নিসঙ্গতা আঁকড়ে ধরছে। আজ আর ঘুম হল না! সকাল হয়ে গেল ছাদে বসে। ভোরের সূর্যের প্রখরতা আজ যেন একটু বেশি। চোখে লাগছে। চোখে লাগার কারণও ছিল বটে। রাত জাগার পর সুর্যের আলো প্রচন্ড বিরক্তিকর লাগে।

ফ্রেশ হয়ে নিলাম। খালা, খালু আর ফাইজা আসবে। ফাইজা'কে সেভাবে কখনো দেখিনি। ব্যস্ততার কারণে। সকাল সকাল মা বাজারের লিস্ট ধরিয়ে দিয়ে বলল সবকিছু নিয়ে আসতে। বলল, আজকে সম্পূর্ণ সময় বাসাতে থাকতে। আমিও কিছু বললাম না।

রাত জেগে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম।

"যদি সে আসে তবে আসুক।

মন খারাপের কারণ হয়ে শরীরে অসুখ না বাঁধুক।"

এই ব্যস্ত নগরীতে কেউ কারর নয়।।

সময়ের সাথে কিছু মানুষ জীবনে আসবে

একসময় খুব ভাবাবে, দিনশেষে, সবকিছু এলোমেলো করে দিবে, আবার চলে যাবে!

বেলা বারোটা নাগাদ আসলেন খালা, খালু, সাথে ফাইজা। নীল রঙা শাড়ি পড়েছে। হাতে নীল চুড়ি। প্রথম দেখার অনুভূতিতে ইচ্ছে করছিল ছাদ থেকে লাল রঙা কুঞ্জলতা এনে কর্ণে গুজে দেই। এমনটা করা ঠিক হবে না। কিন্তু ''ও'' আমার সঙ্গীনী হচ্ছে এখান আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। আজকে কথা বার্তা পাকা পোক্ত হয়ে যাবে। এরপর নাহয় আমার মত করে আমি তাকে সাঁজাব। কনীনিকা'কেও ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করব।

"তবে এ পৃথিবীতে ভুলতে চাওয়াটা হচ্ছে অসম্ভব কষ্টকর ভুল। ভুলে যেতে চাইলে বরং বারবার সেই মানুষটার কথা মনে পড়তে থাকে। ভোলা হয়ে ওঠে না আর!"

টুকটাক খালা, খালুর সাথে প্রথমে কথা বললাম। ফাইজার সাথে কথা বলা হয়ে ওঠেনি। আমার দিকে তাকাচ্ছিল। আমিও মাঝেমধ্যে দেখছিলাম। চোখে চোখ পড়লে লাজুক হাসিটাও বেশ লাগছিল। ভাবছি আলাদা কথা বলব।

কিন্তু কীভাবে বলব?

অনেকক্ষণ কথা বলার পর মা' বলল ফাইজাকে নিয়ে যেতে। যদি কোনো কথা থাকে। দু'জন দু'জনার সম্পর্কে জানতে। আমিও যে চাচ্ছিছিলাম এমনটা। একটু ভয় ভয় পাচ্ছিলাম। অতঃপর তাকে নিয়ে রুমে গেলাম। রুমে গিয়ে দু'জনই চুপচাপ বসে আছি। দূরত্ব অনেকখানি। ছুঁয়ে দেখার ইচ্ছেটাও যে নেই। শরীরটা কেমন যেন হয়েছে। চাহিদাটা মরে যাচ্ছে। শারীরিক ক্ষুধা বলতে কিছু আছে, যেন ভুলে গিয়েছি। যেটা কিছুদিন আগেও প্রমা'র সাথে সুন্দর একটা রাত কাটিয়েছিলাম। তবে, এখন আর ইচ্ছে করছেনা। ফাইজা দেখতে অসম্ভব সুন্দর। সুন্দর'কে সুন্দরভাবে আখ্যায়িত করার ভাষা বরাবর আমার কাছে থাকেনা । শাড়ির কুচির ভাঁজে হাল্কা মেদ দেখা যাচ্ছে। ঠোঁট হাল্কা মোটা। চুম্বনে মিষ্টতা কতটা হবে? অকল্পনীয়। তবে সবটাই আমার হবে। সারাজীবনের জন্য আমার হবে।

কিন্তু মন টানছে না!

অবশেষে, ফাইজা বলল। আপনি সম্বোধন করে বলল, বিয়েতে কী নারাজ? এমন কিছু থাকলে বলতে পারেন। আমি না করে দিবো।

বললাম, "না" ঠিক তেমন না! তবে তোমাকে আমার কিছু বলার ছিল! কীভাবে বলব জানিনা। তুমি কীভাবে নিবে বুঝতেছিনা। তবে আমাদের বিয়ের আগে তোমাকে জানানো উচিৎ।

আচ্ছা , "বলুন!" কী বলবেন!

আমি শুনতে চাই।

শ্বাস-প্রশ্বাস যেন থামতে চাচ্ছেনা। ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বলা বোধহয় ঠিক হবেনা। তবুও বিশ্বাস যে বুঝবে আমাকে। নতুন শুরুর আগে সব স্পষ্ট করা দরকার। ফাইজাকে বিগত কয়েক দিনের সব কথা বললাম। বললাম কনীনিকার কথাও।

ফাইজাকে এটাও বললাম, "দেখো তুমি আমার থেকে যা চাও সবই পাবে।" কিন্তু আমাকে একটু সময় দিতে হবে। আমি একটু নিজেকে গুছিয়ে নিতে চাই। অগোছালো লাগছে সবকিছু। সম্ভব হলে বিয়েটা কিছুদিন পিছিয়ে দেবার জন্য মত দিও।

ফাইজা কোনো কথা না বলে, আমার সামনে আসল! আমি অবাক চোখে তাকানোর আগেই ঠোঁটে-ঠোঁট লাগিয়ে আমায় জড়িয়ে ধরলো। কতক্ষণ এভাবে ছিল বলা মুশকিল। আমি কোথায় যেন হারিয়ে গিয়েছিলাম। এক দারুণ অনুভূতি। বোধহয় এর চেয়ে সুখ খুঁজে পাওয়া নিতান্ত কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়াবে। এক মনে চাচ্ছিলাম। ফাইজা এমনটা করবে আমি ভাবতে পারিনি। আমি না পেরে জড়িয়ে নিলাম তাকে। অতঃপর আমিও সমান সঙ্গ দিলাম। আমি তার কোমরে হাত দিয়ে আরও কাছে টেনে নিলাম.....।

হঠাৎ, দরজায় ঠকঠক আওয়াজ। মা এসেছে। নিচে যেতে খাবার দিয়েছে। তখন বুঝলাম এগুলা আমার কল্পনা ছিল। মা'কে বললাম যেতে আসতেছি আমরা।

ফাইজাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "কিছু বললে না যে?"

তোমার পছন্দ- অপছন্দ আমাকে জানাতে পারো। আমি পূরণ করার চেষ্টা করব। বিয়ের ব্যাপারেও মতামত দিতে পারো। কোনো জোর-জবরদস্তি হবেনা। কথা দিলাম।

ফাইজা বলল, আপনাকে আগে থেকেই ভাল লাগে আমার। খালাতো ভাই সে হিসেবে নয়, এটা অন্য রকম। আর আমাদের বিয়ে আগে থেকে ঠিক করা ছিল। আপনি এড়িয়ে যেতেন তাই কখনো কিছু বলা হয়নি। কালকে যখন খালা ফোন দিয়ে বলল, "আপনি রাজি" নানান স্বপ্ন বুনত্ব থাকি মনে মনে। কল্পনায় হারিয়েই গিয়েছিলাম। সংসার সাজাতে শুরু করেছিলাম। আপনাকে কীভাবে সুখী রাখা যায় এটা ভাবছিলাম।

একটা প্রশ্ন করতে চাই।

আমি বললাম, হ্যাঁ ; বলো!

ফাইজা তখন বলল, "যদি কনীনিকা কখনো ফিরে আসবে কী করবেন তখন?"

" আমাকে নাকি আমি হীনা?"

উত্তর আমার জানা নেই চুপচাপ রইলাম! ফাইজা বলল,

"নিস্তব্ধ বিদীর্ণ সন্ধ্যায় তবুও এসো!

আরেকটু মন খারাপের বার্তা যদি সঙ্গে আনতে চাও, তবুও চাই তুমি এসো!"

এখনো চুপচাপ থাকবেন?

বললাম, আমি আসবো ঠিক। সময় দাও। তাড়াহুড়ো চাইনা। সে যে আসবে তারও কোনো গ্যারান্টি নেই। আমি তাকে জানিও, না চিনিও না।

চিন্তা করো না। এরপর নীচে নেমে এলাম। সবাই অপেক্ষা করছে। খাবার টেবিলে। হরেক রকমের রান্না হয়েছে। তবে খাওয়ার ইচ্ছে নেই। মনের অসুখ বড় অসুখ। মন ভাল না থাকলে কিছু ঠিক মত হয়না। খাওয়া দাওয়া দূরে থাক। খালা বলল, তাহলে বিয়ের কথা পাকাপোক্ত করে ফেলি। দিন তারিখ ঠিক করি? তোমার কী মতামত।

মা বললেন, হ্যাঁ ঠিক করুন। সমস্যা নেই।

আমি বলতে যাব! তখন ফাইজা বলল, মা কিছুদিন পরে বিয়ের তারিখ ঠিক করো। এখনই না। খালা বলল, সে কী মা! আর কত দেরি? অনেক হল। না, আমি চাই এবার তোদের বিয়েটা তাড়াতাড়ি হোক।

আমি বললাম, না! ঠিকাছে আপনাদের কথা মত বিয়ের তারিখ ঠিক হবে। আমার সমস্যা নেই। তবে!

তবে, " কী বাবা?" খালা বলে উঠল।

বলছিলাম, আপনাদের সমস্যা না থাকলে ফাইজাকে নিয়ে কিছুদিন ঘুরে আসতে চাই। প্রথমে না করল। কারণ- বিয়ের আগে এভাবে যেতে দিতে কেউ চাইবেনা। অনেক বলার পর বলল, আচ্ছা ঠিকাছে, "যাও।"

ফাইজা আমার দিকে তাকিয়ে আছে অবাক চোখে। খাওয়া শেষ হল। গল্প - গুজব হল। বিয়ের প্ল্যান প্রোগ্রাম ঠিক করছিল তারা। বিকেলের দিকে চলে গেল সবাই। আমি এগিয়ে দিয়ে আসলাম। ফাইজা কোনো কথা বলেনি। চুপচাপ ছিল।

বাসায় ফিরে রুমে গিয়ে ডায়েরির ভাঁজে মনের কথা লিখতেছি,

"তোমারে দেখিবার আশা লইয়া মনে,

হেটে চলেছি অজস্র পথ!

পদচিহ্নে আঁকা ভালবাসার টান ;

ফুরাইলেও ফুরাইতে পারে

এ জনমে মোহ মায়া সবই,

ভালবাসা জন্মায়, ফুরাইতে কতক্ষণ? "

ভালবেসে ফেলেছি। ফুরিয়েও যাবে। দিনশেষে ভালবাসা বলতে না "পাওয়াকেই বোঝায়।" বেদনা- যন্ত্রণাকেই বোঝায়। কাছে পেতে হবে এমন নয়। দূর থেকেও ভালবাসা যায়। ভালবাসার অনেকটা সময় পেরিয়ে একটা সময় পর মোহ, মায়া ফুরিয়ে যায়। আবেগ দিয়ে আটকে রাখে ভালবাসার মানুষকে, অনেক সময় কথা দিয়ে। আমার তেমন কিছুই ছিল না। এক তর্ফা।

এই মিছেমায়ার ভুবনে হাটছি প্রতিনিয়ত অন্ধকারকে সঙ্গী করে ;

দূর থেকে ক্ষুদ্র আলো যেন—এক বুক দীর্ঘশ্বাসের সমাপ্তির ইশারা করে ডাকছে আমায় প্রতিনিয়তক্ষণ;

একটু কাছে যাওয়া বাকী, সময় ফুরাবার আগে আলোর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া অনেকখানি বাকী!

ডায়েরির পাতায় শেষ পৃষ্ঠা। কনীনিকা'কে নিয়ে লিখবো ভাবছি শেষ লাইন। শত চেষ্টায় লিখেও ফেললাম।

"একটি সুন্দর ভোরের অপেক্ষায় কত বিনিদ্র রাত আর চোখের দু'পাতা দায়ী অজানাই থাকুক!"

দিনশেষে, যদি সন্ধ্যা আকাশে তারার মেলায় তার খোঁজ মেলে তবুও সে ভাল থাকুক!

দূর থেকেই ভাল থাকুক!

শেষ করে ডায়েরিটা আলমারিতে তালাবদ্ধ করেছি এমন ভাবে, যাতে করে কেউ আর খোঁজ না পায়। যদিও খোঁজার কেউ নেই। তবে চাইনা কেউ জানুক।

সময় যেন কাটছেনা। কখনো ছাদে রাত পার করে দেই। দিনভর অফিসে ব্যস্ততা দেখাই। সন্ধ্যে নেমে এলে নীড়ে ফেরার সময় ডাকঘর এর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকি। এই বুঝি আসবে চিঠি। তবুও আসেনা। এভাবে কেটে যাচ্ছে একের পর এক দিন। রাতের বেলায় ফাইজার সাথে কথা হয়।আমার উদাসীনতা দূর করার চেষ্টা করে। হাসি খুশি রাখার চেষ্টা করে। ১৫ দিন হয়ে এল, আজ যাব ফাইজাকে নিয়ে সমুদ্র পাড়ে। মূখ্য বিষয় হচ্ছে ফাইজাকে সময় দেওয়া গৌণ হচ্ছে কনীনিকার কোনো উত্তর বা খোঁজ যদি মেলে। রাতের টিকিট। ফাইজা আগে থেকেই বাসায় চলে আসছে। রাতে একবারে খাওয়া দাওয়া করে বের হব। না খেয়ে আবার মা কোথাও যেতে দিতে চায় না। রাত ১১ টায় গাড়ি। ভোরে পৌঁছাবো। তাড়াহুড়ো দেখাতে চাইনা কনীনিকাকে খোঁজার জন্য। ফাইজা কষ্ট পাবে। মন রক্ষা করতে হবে। ভাল একটা সময় কাটাতে হবে।

পরদিন সকালবেলা পৌঁছালাম। সেই হোটেলেই রুম বুক করলাম। বৃষ্টি দিন এখনো যায়নি।

রুমে যেয়ে ফাইজাকে বললাম,

"দূরের ওই আকাশটাতে মেঘ করেছে জড়ো

এক পশলা বৃষ্টিতে ভেজার অপেক্ষায়;

আমি কী চেয়েই রবো?

আর কত বর্ষা আসবে আমাকে একা ভিজিবে যাবে?

হয়তো বলে দাও, নয়তো মেঘগুলো ফিরিয়ে নাও!"

ফাইজা বলল, এটাকে আমাকে বলেছেন? নাকী তার জন্য?

আমি বললাম, তার কথা না টানি! তোমার আমার সুন্দর কিছু মুহূর্ত কাটুক এটাই চাই।

বলল, "আচ্ছা"

আমি আর কিছু বললাম নাহ্।

বললাম, চলো কিছু খেয়ে নেই। ফ্রেশ হয়ে এসো তুমি, আমি অপেক্ষা করছি।

ফাইজা ওয়াশরুমে গেল। আমি বেল কুনিতে ওমনি চলে গেলাম। আশপাশে তাকাচ্ছি। দেখি তার দেখা মেলে কীনা! অনেকদিন হল দেখা পাওয়ার সম্ভবনাও নেই। একটা উপায় আছে ওয়েটার'কে ধরতে হবে। কিন্তু এতদিনের কথা কার বা মনে থাকে? জনসমাগম প্রচুর। তবুও একবার জিজ্ঞাসা করতে হবে। ফাইজাকে বিন্দুমাত্র সন্দেহ করতে দেওয়া যাবেনা।

ফাইজা ফ্রেশ হয়ে বের হল। আমি খেয়াল করিনি। পেছন থেকে হঠাৎ পাশে যেন কে চলে আসলো। তখন খেয়াল করলাম। বলল, কী ভাবছেন?

বললাম, কিছুনা!

চারপাশটা দেখছি। চলো খেয়ে আসি।

বলল, আচ্ছা!

রেস্টুরেন্টে গিয়ে খাবার অর্ডার করলাম। খাওয়া শেষে ফাইজাকে রুমে এগিয়ে দিয়ে বললাম রেস্ট নেওয়ার জন্য। রাতভর জার্নি করেছো এখন ঘুমিয়ে নাও একটু।

ও, কিছু না বলে চলে গেল। বুঝলাম মন খারাপ করেছে। কিন্তু আমার যে একটু যেতে হবে ওয়েটার'কে খুঁজতে।

ও'কে রুমে দিয়ে এসে আমি ওয়েটার কে খোঁজা শুরু করলাম। যার কাছে চিঠি দিয়ে গিয়েছিলাম। কিছুক্ষণ খোঁজার পর ওয়েটার এর দেখা মিলল না। রুমে চলে আসলাম। বেশিক্ষণ থাকলে আবার ফাইজা সন্দেহ করবে।

বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে নেমে এল। সূর্যের উত্তাপ নেই। সারাদিন মেঘলা মেঘলা আকাশ। মাঝে মাঝে ঝিরঝির বৃষ্টি হচ্ছিল। এখন আকাশ পরিস্কার। সূর্যাস্ত যাবে কিছুক্ষণ পর। ফাইজা'কে রেডি হতে বললাম। একটা দারুণ মূহুর্তের অপেক্ষায় আছি।

পাশেই ছোট্ট পাহাড়ের মত উঁচু জায়গা আছে। নিশ্চুপ থাকে। ভাল সময় কাটানো যাবে সেখানে। ফাইজা'কে কালো রঙা শাড়ি পড়তে বললাম। চোক ধাধানো সুন্দর লাগছে। প্রকৃতির মাঝে মিশে না গিয়ে রুমেই থেকে যেতে ইচ্ছে করছে।

দু'জনে হাটছিলাম পাশাপাশি। আমি প্রথমে সে জায়গাটাতে উঠলাম। উঠে হাত বাড়িয়ে দিলাম তার জন্য। হাত ধরে উপরে উঠে আসলো। ঘাসের উপরে বসে পড়লাম। প্রকৃতির সতেজতা যেমন মুগ্ধ করছে পাশে আমার অর্ধাঙ্গিনী হতে চলা মেয়েটি। চাইলে সব বাধা পেরিয়ে দিতে পারি। ও না করবে না।

ফাইজা চুপচাপ বসে আছে। আমি বললাম, " এখনো কী ভাবছো?" সময়টা দু'জনের করে নেওয়া যেত না?

—হ্যাঁ, যেত! তবে–

তবে? তবে কী?

— বিশ্বাস পাচ্ছিনা। আরও কিছুটা সময় থাকি। ভাল লাগছে। জায়গাটাও সুন্দর। সবুজে ঘেরা চারপাশ। হাল্কা শুষ্ক বাতাস। চাঁদ যেন সাগরের উপর ভাসছে। জেলে মাছ ধরে বাড়িতে ফিরছে। প্রেমিক প্রেমিকা'রাও এসেছে। আবার, নব বিবাহিত দম্পতিও এসেছে। পারিবারিক ট্যুর খুব কম দেখা যায় এখন।

ফাইজা'র ভাল লাগা না লাগা সম্পর্কে জানতে ইচ্ছে হচ্ছিল। কখনো কথা সেভাবে হয়নি। জানা হয়ে ওঠেনি। কী করলে ভাল লাগবে? আবার ভুল কিছু যদি করে বসি?

এসব ভাবতে ভাবতে বললাম, " তুমি থাকো এখানে আমি একটু আসছি। "

আমি ও'কে খুশি করার জন্য চলে গেলাম। পাশ থেকে সাদা বুনোফুল নিয়ে এলাম। সব মেয়েদেরই পছন্দ হবে এমন রোমান্টিকতা দেখে। ও দেখতে পেল না। এরপর পেছন থেকে খোলা চুল এক পাশে সরিয়ে কর্ণে গুজে দিলাম। একটা লাজুক হাসি ছিল সাথে। যা চাচ্ছিলাম। সব ভুলে হাসুক। মন খুলে কথা বলুক। আমি তার হতে চাই। সব ভুলে গিয়ে। এসবের মাঝে কনীনিকার কথাও তেমন পড়ছেনা মনে।

জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার কেমন গান পছন্দ?

— নব্বইয়ের দশকের,

বিশেষত কারণ?

— আপনাদের বাসায় আসা যাওয়ার সমত শুনতাম! ভেবেছিলাম, আপনার ভাল লাগে। তখন থেকে আমি শুনতে শুনতে আমারও পছন্দ হয়ে গিয়েছে।

আমার ভাল লাগে। ঠিক বলেছো। আমি বরং একটা গান শোনার আবদার করে বসলাম।

বললাম, একটা গান শোনাবে কী?

বলল, হ্যাঁ শোনানো যেতে পারে। তবে আপনারও আমার সাথে গাইতে হবে। আমি প্রথমে "না" বললাম। পরে বললাম, " আচ্ছা" তুমি শুরু করো।

তখন সে আব্বাস উদ্দীন আহমেদ এর গাওয়া গান ধরল,

"মাঝি বাইয়া যাও রে।

অকুল দরিয়ার মাঝে

আমার ভাঙা নাও রে।।

ভেন্না কাষ্ঠের নৌকা খানি।

মাঝখানে তার বুরা। "

গান শেষে বললাম, বাহ্! বেশ সুন্দর গান করো। ভালো হল।

—কী ভাল হল?

এইযে প্রতি রাতে আমায় গান শোনাবে।

—ইস, ঢং। পারবো না।

ঠিক পারবে। আমি জানি আমাকে না করবেনা।

—আপনি এমন কেনো?

কেনো? কী করেছি?

কিছু না।

আচ্ছা, আপনি করে আর কতদিন বলবে?

— একটু হেসে বলল, তাহলে কী তুই করে বলবো?

বললাম, না! তা কেনো বলবে?

—তাহল?

বুঝো না?

—না বুঝিনা।

আচ্ছা, বুঝতে হবেনা।

—এবার ঢং কে করলো?

তুমিতো বললে।

—আমি বললে সব হবে কী?

হ্যাঁ, হবে! বেশ হবে!

—সব শুনবেন?

হ্যাঁ, বলো।

একটা গান শোনান। তবে আমি গাইবো না।

আমি বললাম, আমি বেসুরো। পছন্দ হবেনা। বরং তুমি আরেকটা গান শোনাতে পারো।

—সব পারবেন বলেছেন কিন্তু!

আচ্ছা, শোনাবো!

তবে,

—তবে কী?

আপনি বলা বাদ দিতে হবে।

—ওকে, শোনাও

শ্রীকান্ত আচার্য এর গান ধরলাম,

"তোমাকে বলার ছিলো,

যত আমি গান গাই,

যত গান গেয়ে যাই,

সব গানে সব সুরে,

তোমাকে বলার ছিলো

ভালবাসি।

শিউলি ঝরা সকালে,

উদাসী কোন বিকেলে,

একা একা কানে কানে,

তোমাকে বলার ছিলো

ভালবাসি।"

গানের ভেতর লক্ষ্য করলাম ফাইজা মুগ্ধ হয়ে শুনছে। আমার কণ্ঠস্বর এতটা ভাল না। বোধহয় গানের কথাগুলো মনে ধরেছে। জিজ্ঞাসা করলাম , "কোথায় হারিয়ে গেলে?

—গানের মাঝে।

বলবো?

—কী?

ভালবাসি!

—অনুমতি নিতে হয়?

বলিনি কখনো।

—বলতে হবে কেনো?

এখন না বলতে পারলে আদৌ বলা সম্ভব হবেনা।

— ইস! বলতে হবেনা।

মনে মনে চাচ্ছে আমি বলি। কিন্তু মুখে অন্য কথা। আমি বলতে চেয়ে বলা হল না।

ভালবাসি!

ভালবাসি!

ফাইজা বলল, দেখো, দেখো,

বললাম কী?

—ফানুস!

পছন্দ তোমার? ওড়াবে?

—খুব পছন্দ। ইচ্ছে ছিল, এভাবে সমুদ্রে তীরে ফানুস ওড়াবার। তবে আজ না। অন্য কোনো দিন।

একটু সময় পর আকাশটাতে ফানুস ভরে গেল। একদল ছেলে-মেয়ে'রা ফানুস ওড়াচ্ছে। পাশে অনেকে গান গাইছে। একই সুরে সুর বেঁধেছে।

ফাইজাকে বরং সময় দেই। বললাম, উঠি। বলল, কেনো? থাকি আরেকটু। ভাল লাগছে।

বেশ ভাল!

সমুদ্রের ঢেউয়ের পাড় বেয়ে হাটতাম!

যাবে কী?

—হ্যাঁ, যাব। তবে,

তবে কী?

—না, কিছুনা। চলো যাই।

একটু পরে যাই। তোমাকে আরেকটু জানতে চাই।

ফাইজা বলল, " আমি তোমারই! " তোমায় সঁপে দিতে চাই নিজেকে। বিলীন হতে চাই তোমার মাঝে। যত কাছে পেতে চাও, করে নাও। দূরত্ব চাইনা।

সময়টা নষ্ট করতে দেওয়া ঠিক হবে কী? কিছু না ভেবেই কোমরে এক হাত, পিঠে এক হাত দিয়ে ও'কে জড়িয়ে ধরলাম। শক্ত করে। শরীর সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একে অপরের সাথে মিশে যাবে এতটা শক্ত করে ধরলাম। শরীরের উষ্ণতা, ঘ্রাণ প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। ফাইজা কিছু বলল না। বলার সময় দিলাম কই। ঠোঁটে-ঠোঁট মেলানো বাকী। চুম্বনের অধীর আগ্রহ জাগ্রত হচ্ছে।

এভাবে কতক্ষণ ছিলাম, জানিনা।

কিছুক্ষণ পর ফাইজাকে নিয়ে হাটতে লাগলাম। সমুদ্র পাড়ে। হাতে হাত রেখে হাটছি। চাঁদ দেখছি। মনে হচ্ছে এখানেই থেকে যাই।

ফাইজাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "এখানে থেকে গেলে কেমন হয়? "

—মন্দ হয় না। প্রতি দিনটাই সুন্দর হবে। তোমার সাথে। তোমার পাশে। প্রতিদিন আমাকে গান শোনাবে। বুনোফুল এনে দিবে। শীতোষ্ণ সকালে কুয়াশার আড়ালে লুকিয়ে লুকিয়ে সূর্যের উঁকি দেওয়া দেখব। কনকনে শীতল হাওয়া বইতে শুরু করবে তোমার হাতে হাত রেখে উষ্ণতা বৃদ্ধি করবে।

থমকে দাঁড়ালাম! পাশ থেকে ঘুরে সামনে এলাম। ফাইজার মুখে হাত রাখলাম। হাত রাখতেই দেখি চোখটা ও বন্ধ করে নিলো। উত্তপ্ত নিঃশ্বাস আঁছড়ে পড়ছে। ঠোঁটে আলতো করে হাত স্পর্শ করালাম। হাতটা সরিয়ে ঠোঁটে ঠোঁট মেলালাম। আন্দাজ করতে পারব না কতটা মিষ্টতায় ভরপুর ছিল! প্রথম চুম্বনের স্বাদ নিতে স্নায়ুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলাম। আজ তেমন অনুভব হচ্ছে। হৃৎস্পন্দন কমছে না। এভাবেই থেকে যাই অনেকটা সময়। রাত অনেক হল। এখনো বসে চন্দ্রবিলাস করছি। ফাইজা বলল, "ক্ষুধা লাগেনি তোমার?"

চলো খেয়ে আসি! তারপর নাহয় আবার এসে বসব।

আমিও বললাম, চলো!

রেস্টুরেন্টে যেতে না যেতে ওয়েটার এর দেখা মিলল। আমাকে দেখে অবাক চোখে তাকিয়ে আছে। আমিও অবাক!

বলল, স্যার! আপনাকেই খুঁজে চলেছি। আমার বুঝতে বাকি রইল না। ফাইজা আমার দিকে তাকিয়ে রইল। ও বুঝতে পারছেনা কি হচ্ছে। ফাইজা'কে টেবিলে বসিয়ে খাবার অর্ডার করতে বললাম। ওয়েটার'কে বললাম পাশে দেখা করতে। ফাইজা খাবার অর্ডার করল। আমার জন্য অপেক্ষা করছে।

আমি ওয়েটার এর কাছে জিজ্ঞাসা করলাম, দিয়েছিলে চিঠি?

বলল, হ্যাঁ স্যার! দিয়েছিলাম।

ম্যাডাম তো আপনাকেও একটা চিঠি দিয়েছে। ওটার কাছেই রয়ে গিয়েছে। কাল সকাল ছাড়া দেওয়া সম্ভব না।

আচ্ছা! এক্স তুমি কাল সকালেই দিও। "

একটু ভোর করে এসো।

আমি ফাইজার কাছে গেলাম। বলল, উফ! "এত দেরি করলে কেনো?" একা একা ভাল লাগে বলো?

বললাম, স্যরি! একটা কল আসছিল।

কী কী অর্ডার দিলে?

তোমার পছন্দের খাবার সব। চিংড়ি , মাংস, বেগুন ভাজি, সাদা ভাত। আচ্ছা, খেয়ে নাও। খাওয়া শেষে ফাইজা বলল, সমুদ্র পাড়ে গিয়ে বসবে। বললাম, কালকে আবার বসবো। খুব টায়ার্ড লাগছে। রুমে চলো।

বলল, যেতে পারি, এক শর্তে!

আচ্ছা, কী শর্ত?

—তোমার কোলে মাথা রেখে শুয়ে থাকবো আমি।

বললাম, রাজি। চলো এবার। রুমে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে। ফাইজা আমার কোলে শুয়ে পড়ল। আর আমি!

আমি ভাবছি চিঠিতে কী লিখেছে? এখন ফাইজাকেও ঠকানো সম্ভব নয় আমার। তবুও জানতে হবে। কী ছিল? তার অনুভূতি টা জানতে চাই।

"আঁখি জল শুকিয়েছে

তবুও আমাকে চাওয়া শেষ হয়নি

এ জনমে হলাম না এক,

পরজনমে রেখো জমানো কথা

বলবো আমিও না বলা কথা!

ভালবাসি এখনো হয়নি যে বলা।"

চিন্তায় চিন্তায় কূল কিনারা পাচ্ছিনা। গান ছেড়ে দিয়ে হাত বুলাচ্ছিলাম ফাইজার চুলে। চুলের ঘ্রাণে মাতোয়ারা হচ্ছিলামও। তবে চাইনা কিছু হোক এর চেয়ে বেশি।

ফুল দিও সমাধিতে,

এ জনমে বুঝাতে যে পারিনি আমার এই ভালবাসা,

বিলিয়ে দিলেম ও গো তোমারি প্রেমে আমার না বলা ভাষা,

হয়ত সে দিন আর আসবেনা ফিরে এই মাটির পৃথিবীতে,

ফুল দিও সমাধিতে।

গান শুনতে শুনতে ফাইজা ঘুমিয়ে পড়ল। আমি বেলকনিতে গিয়ে সিগারেট ধরিয়ে বাইরের আকাশ দেখলাম, চারপাশ দেখলাম। এরপর রুমে এসে ঘুমিয়ে পড়লাম। সকালে উঠতে হবে ভোরে। খুব ভোরে বেরিয়ে পড়ালাম। রেস্টুরেন্টে গিয়ে ওয়েটারের থেকে চিঠিটা নিলাম। ফাইজা ওদিকে ঘুমিয়ে আছে রুমে। চিঠিতে লেখা ছিল যা দেখে নিজেকে অপরাধী মনে হতে লাগল।

প্রিয় কাব্য,

সুন্দর একটা দিনে, খুব সুন্দর করে এসেছিলে জীবনে। যতটা সময় তোমার সাথে কাটিয়েছিলাম এক মুহুর্তের জন্য মনে হয়নি আমি ভুল মানুষের সাথে আছি। জানতে ইচ্ছে করেনি কী করতে এসেছিলে। বা কী করো। প্রমা আমার বান্ধবী। নাম শুনেই চিনতে পেরেছো। সেদিন তোমার সাথে আমাকে দেখেছিল। ও'র চলে যাওয়ার কথা ছিল আমি জোর করে ও'কে আটকে রাখি। আমাদের দেখার পর তখন কিছু জানায়নি। রাতে যখন রুমে গেলাম। সবটা খুলে বলল। সত্যি খুব কান্না পেয়েছিল। প্রমা'র উপর মনে মনে রাগ হচ্ছিল। তবে , যা হয়েছে আমি ভুলে যেতাম কিন্তু সেতো আমার বান্ধুবীই ছিল। কীভাবে মেনে নিতাম। আমি তোমাকে দোষ দিচ্ছিনা। আমার পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব না। খুব ভাল থেকো। নতুন কাউকে সঙ্গী করে নিও। মন খারাপের কারণ জানতে চেয়েছিলে। থাকুক না কিছু অজানা। তবে একজনকেই খুব ভালবেসো। এভাবে আর কত! দিনশেষে, তোমারও একটা ঠিকানা হোক।

ইতি,

তোমার দেওয়া নাম "কনীনিকা "

আমার কী করা উচিৎ বুঝে উঠতে পারছিনা। একবার স্যরি বলব সে উপায় দেখছিনা। এদিকে ফাইজাকে ত্যাগ করা সম্ভব নয়। তবুও তাকে জানাতে চাই। শেষ চিঠি লিখে ওয়েটার কে দিয়ে যাব ভাবছি। দেরি না করে রুমে গিয়ে লিখতে বসলাম।

আমার অগাধ বিশ্বাস তুমি পারতে। একটু একটু করে ভালবাসার মায়া জালে জড়িয়ে নিতে।ভালবাসার নাম ধরে ডাকতে। যখন খুব করে চিঠি লিখতে।

হলুদ খামের অপেক্ষায় হৃদস্পন্দন বৃদ্ধি পেত যে কত? বলে বোঝাবার নয়।

ডাকপিয়ন কখন আসবে? তোমার চিঠি আমার হাতে আসবে। হলুদ খামের ভেতর লুকিয়ে থাকবে তোমার আদরে লেপ্টে থাকা ভালবাসার কথা।

খাম খুলেই প্রথম শব্দ হবে "ভালবাসি" !

আমি অবাক চোখে তাকিয়ে থাকবো ভালবাসি শব্দের দিকে।

সে শব্দের মাঝেই যেন তোমায় খুঁজে পাবো!

চেনা নাম ধরে ইতি টানবে। আমি চিঠিটা বুকে জড়িয়ে নেবো। তোমার জন্য কখনো হয়নি লেখা চিঠি। তুমি ঠিকই বুঝো কতটা ভালবাসি!

নব্বইর দশকে ফিরে যেতে চাই। পায়রার পায়ে চিঠি মুড়ে দিয়ে আকাশ পানে চেয়ে থাকতে চাই।একটু কি ভালবাসার মায়াজাল আটকাবে আমায়?

আবার মাস পেরিয়ে ডাকপিয়নের একটি চিঠি আসবে। এভাবে, "প্রেমের রাজ্যে তুমি রাণী আমি রাজা হয়ে থাকবো।

এই শহরে হাজারো গল্পের নাম থাকেনা । অচেনা নাম ধরে ডেকে ওঠে, বড্ড চেনা সুর মনে হয়। ছোট্ট একটি গল্পে "কনীনিকা" নাম ধরে ডেকেছিলাম তোমায় । সমাপ্তি টানা হল না । তবুও থেকো তুমি বাস্তবতায়, অলিগলিতে , "চোখের তারা হয়ে।"

— সমাপ্তি —